বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

DIGITAL BANGLADESH
Skilled. Equipped. DigitalReady.

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

DoICT
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

EDC শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১,০৯,২৪৪টি সরকারি দপ্তর ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কানেক্টিভিটি স্থাপন; ১০,০০০ টি SRDL স্থাপন; বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ৫৭টি 4IR Center এবং IOT নির্ভর কৃষি ব্যবস্থাপনা প্রচলনের জন্য ১০টি Digital Village Center স্থাপন; ৪৯১টি উপজেলায় D-SET স্থাপন করা হবে।

৫০০০ স্কুলে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব এবং ৩০০ স্কুলে শেখ রাসেল স্কুল অফ ফিউচার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

EDC প্রকল্পের আওতায় "জয় D-SET সেন্টার" এবং "DoICT#2021 Tower" তৈরির কার্যক্রম চলমান

"হার পাওয়ার" প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্প

তরুণদের জন্য ডিজিটাল সুযোগ তৈরী(Digital Opportunity for Youth (DOY))

সুরক্ষা" কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

সুরক্ষার জন্য বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক পেল আইসিটি বিভাগ

প্রতিমন্ত্রী ও বিভাগের সিনিয়র সচিব সুরক্ষা টিমের নিকট 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক ২০২২' হস্তান্তর করেন।

০১ শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়)

০২ ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন (EDC)

০৩ করোনাভাইরাসের টিকা প্রদানের রেজিস্ট্রেশন এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য 'সুরক্ষা' ওয়েবসাইট ও App প্রস্তুত

০৪
‘হার পাওয়ার প্রকল্প (Her Power Project) : প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন)

০৫
৩০০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কুল অফ ফিউচার স্থাপন

০৬
Central Aid Management System(CAMS) সফটওয়্যার প্রস্তুত

৪৩টি জেলার সদর উপজেলাসহ মোট ৩টি উপজেলা ও রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাসহ মোট ১৩০ টি উপজেলায় তথ্য প্রযুক্তিতে নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে তিনটি ক্যাটাগরিতে মোট ২৫,১২৫ জন নারীকে ০৫ (পাঁচ) মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান

ই ফাইলিং বাস্তবায়ন ও প্রশিক্ষণ

ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন।

শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব মনিটরিং ড্যাশবোর্ড বাস্তবায়ন

CAMS ব্যবহার করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত ৩৪ লক্ষ ৯৭ হাজার ৩৫৩টি পরিবারকে ২৫০০ টাকা করে মোট ৮৭৪ কোটি ৩৩ লক্ষ ৮২ হাজার ৫০০ টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে

“সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে আইসিটি প্রশিক্ষণ ও অবকাঠামো স্থাপন কর্মসূচী”

সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীকে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ই-নথি, ওয়েব পোর্টাল ও আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

DoICT

প্রকাশ

১২ অক্টোবর ২০২২

প্রকাশনা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

প্রধান উপদেষ্টা

জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

তত্ত্বাবধান

জনাব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী
অতিরিক্ত মহাপরিচালক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

ডিজাইন ও মুদ্রণ

ছাপাঘর
মোবাইল : ০১৭০৭ ০৭৯৮৩৬
ই-মেইল : info@chhapaghar.com
ওয়েব : www.chhapaghar.com

সম্পাদনা

জনাব মোহাম্মদ আবুল হাশেম
পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন)
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

জনাব মোঃ ফিরোজ সরকার
উপ-পরিচালক (অর্থ/প্রশাসন)
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

জনাব নিলুফা ইয়াসমিন
উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

জনাব মোঃ দিদারুল কাদির
নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

সহযোগিতা

জনাব মোহাঃ মাসুম বিল্লাহ
সিস্টেমস ম্যানেজার
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

জনাব মোঃ সুলতান মাহমুদ
ডাটাবেজ এডমিনিস্ট্রেটর (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

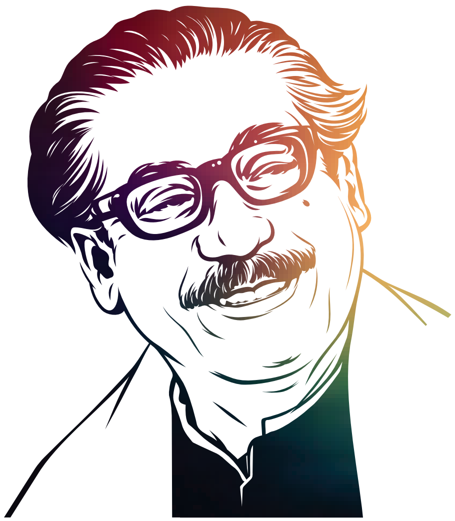

স্বাধীনতার মহানায়ক

"আত্মনির্ভরশীলতাই আমাদের লক্ষ্য।
জনগণের ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগেই
আমাদের নির্ধারিত কর্মধারা"

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"তারুণ্যের শক্তি বাংলাদেশের সমৃদ্ধি। বিপুলসংখ্যক তরুণ সমাজের জন্য একটি তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ সরকারের অঙ্গীকার। আজ ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে জ্ঞানভিত্তিক, উদ্ভাবনী ও স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।"

শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

“অনুকরণ নয় উদ্ভাবন,
ডিজিটাল বাংলাদেশের দর্শন।

আমরা এমন বাংলাদেশ গড়তে চাই, যেখানে প্রতিটি মানুষ তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন হবে”

সজীব ওয়াজেদ
প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ
প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা

“মেধা ও প্রযুক্তি শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশের তরুণরা চাকরি করবে না, চাকরির ক্ষেত্র তৈরি করবে”

জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এন এম জিয়াউল আলম, পিএএ

সিনিয়র সচিব

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের **'স্বপ্নের সোনার বাংলা'** গড়ার প্রত্যয়ে ২০৪১ সালকে বিশেষ বিবেচনায় নিয়েছে সরকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত ও সাহসী পদক্ষেপের জন্য রূপকল্প-২০২১ আজ বাস্তবায়িত। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের দিক-নির্দেশনায় বিগত ১৩ (তের) বছরে বাংলাদেশ এখন পরিপূর্ণ ডিজিটাল বাংলাদেশ। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, দক্ষতা, কর্মসংস্থান, উদ্ভাবন ইত্যাদি প্রতিটি সেক্টরেই আজ ব্যবহৃত হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সমাধান। সর্বোপরি মানুষের জীবন-মানের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ বিশ্বের দ্রুত বর্ধমান অর্থনীতির একটি। বৈশ্বিক সমীক্ষাগুলো বলছে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান হবে ২৬তম অর্থনীতির দেশ। করোনার সময়ে বিশ্বের উন্নত দেশেও অর্থনীতিতে যখন নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে, সেখানে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয়েছে যা ৫.২ শতাংশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদের নেতৃত্ব অব্যাহত থাকলে আগামীর বাংলাদেশ শুধু উন্নত দেশই হবে না, ২১০০ বছরের ভিশন ডেল্টাপ্ল্যান বাস্তবায়নেও দেশ অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রোগ্রামারদের একটি দল নিজস্ব উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম **"সুরক্ষা"** সফটওয়্যারটি প্রস্তুত করেছে। প্রস্তুতকৃত সুরক্ষা সফটওয়ারটি সরকারের কোন অর্থ ব্যয় ছাড়াই প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এটি ব্যবহারের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে সরবরাহ করা হয়েছে। নাগরিক নিবন্ধন ও ভ্যাক্সিন প্রদানসহ ভ্যাক্সিনেশন কার্যক্রমের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় **"সুরক্ষা"** সফটওয়ারটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সফটওয়ারটি ইতোমধ্যে দেশে এবং বিদেশে বিপুল প্রশংসা অর্জন করেছে, যা ডিজিটাল বাংলাদেশের সক্ষমতাকে প্রমাণ করে এবং দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের দেশের প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের হতে গৃহীত সার্বিক কর্মপরিকল্পনা ও সম্পাদিত কার্যক্রম অবহিতকরণের লক্ষ্যে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই। আমি আশা করি, এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রমের প্রতিচ্ছবি জনসাধারণের নিকট আরো সুস্পষ্ট হবে এবং জবাবদিহিতার প্রতিফলন ঘটবে। পরিশেষে অত্র অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

এন এম জিয়াউল আলম, পিএএ

মোঃ মোস্তফা কামাল

মহাপরিচালক

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্ব ও তাঁরই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের দিক-নির্দেশনায় বিগত ১৩ বছরের চেষ্টায় আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি এখন পরিপূর্ণ ডিজিটাল বাংলাদেশ। এই ডিজিটাল বাংলাদেশই হবে ২০৩০ সালে টেকসই উন্নয়ন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ ও ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বিনির্মাণের ভিত্তিমূল। সবার জন্য ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকটিভিটি, আইটি খাতের মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্মেন্ট বাস্তবায়ন এবং আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি প্রোমোশন দেশের আইটি খাতের এই চারটি স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছু সময়োপযোগী আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, কৌশলপত্র ও গাইড লাইনের উপর ভিত্তি করে। আইটি খাতে বিপুল জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্তায়নসহ সময়োচিত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে স্তম্ভগুলি প্রতিনিয়ত শক্তি অর্জন করছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ শুধু দেশে নয়, সারা বিশ্বে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে; এবং আমরা সবাই আজ ডিজিটাল বাংলাদেশের গর্বিত নাগরিক।

তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে, আইসিটি অধিদপ্তর ইতোমধ্যেই দেশের ২১টি জেলায় ১০,৫০০ জন নারীকে তিনটি ক্যাটাগরিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ইতোমধ্যে প্রায় ১৫০০ জন নারী উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং অনেকেই সম্মানজনক পেশাবৃত্তি বাছাই করেছেন। গত ১৯ এপ্রিল, ২০২২ সালে একনেক সভায় প্রকল্পটির ২য় পর্যায় অনুমোদিত হয়। যার আওতায় অবশিষ্ট জেলার ১৩০টি উপজেলায় মোট ২৫,১২৫ জন নারীকে চারটি ক্যাটাগরিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে এবং সবার জন্য ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করতে, আইসিটি অধিদপ্তর EDC (Establishing Digital Connectivity) নামক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের আওতায় ১,০৯,২২৪টি মূল স্তরের স্কুল, কলেজ, গ্রাম, গ্রোথ সেন্টার, সরকারি অফিসে অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে উচ্চ গতির ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হবে। তাছাড়া, দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১০ হাজার শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হবে। 4IR-এর বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ৫৭টি বিশেষায়িত ল্যাব, সেন্ট্রাল ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম এবং ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি সেন্টার অফ এক্সিলেন্স প্রতিষ্ঠা করা হবে। এছাড়াও, কৃষির সাথে আধুনিক প্রযুক্তির সংযোগ ঘটিয়ে গ্রামীণ জনগণকে আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা প্রদানের জন্য ১০টি ডিজিটাল ভিলেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই প্রকল্পের অধীনে ৫৫৫টি D-SET (Digital Service, Employment & Training) কেন্দ্র এবং CRVS (Civil Registration and Vital Statistics) এর কেন্দ্রীয় ISDP (Institute for Security and Development Policy) সার্ভার, ৫৫০০টি enrollment infrastructure ও প্রতিষ্ঠিত হবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সমুদয় কর্মকাণ্ড ও সাম্প্রতিক অর্জনসমূহের উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়েছে 'বার্ষিক প্রতিবেদনঃ ২০২১-২০২২' যা খুবই তথ্যবহুল। এ প্রতিবেদনের প্রস্তুতকর্মে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

তথ্যবহুল 'বার্ষিক প্রতিবেদনঃ ২০২১-২০২২' তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর-এর বাৎসরিক কর্মকাণ্ডের একটি প্রতিচ্ছবি, যা অধিদপ্তরের আগামী কার্যক্রমকে আরো সমৃদ্ধ ও বেগবান করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

মোঃ মোস্তফা কামাল

মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী

অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক (SRDL)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের জ্ঞানভিত্তিক, উদ্ভাবনী, টেকসই সমাজ ব্যবস্থা তৈরি ও বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে আইসিটি শিক্ষা সম্প্রসারণ, শিক্ষায় আইসিটি ব্যবহার, তৃণমূল পর্যায়ে আইসিটি অবকাঠামো স্থাপন এবং দক্ষ মানবসম্পদ গড়ার প্রত্যয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্প/ কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করে চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় তথ্য ও যোগাযোগ অধিদপ্তর নানামুখী উদ্যোগের অংশ হিসাবে সকলের জন্য টেকসই শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী ৪,১৭৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব (শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ও ক্লাসরুম) স্থাপন করা হয়েছে। ২য় পর্যায়ে সারাদেশে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও সমপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫০০০টি "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব" স্থাপন করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও ৩০০টি নির্বাচনী এলাকার ৩০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে "শেখ রাসেল স্কুল অফ ফিউচার" প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলছে। উল্লেখ্য, স্কুল অব ফিউচারের ২৭০০০ শিক্ষার্থীকে পাইথন প্রোগ্রামিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবের সাথে সম্পৃক্ত ৩৬০২০ জন শিক্ষককে আইসিটি লিটারেসি ও ট্রাবলসুটিং বিষয়ে এবং ১৫০০০ শিক্ষককে স্কুল অব ফিউচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। স্কুল অব ফিউচারের সাথে সংশ্লিষ্ট ১৮০০ শিক্ষককে ফ্রন্টিয়ার প্রযুক্তি সংক্রান্ত টিওটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এছাড়া প্রাইমারী পর্যায়ে ৫০০০ স্কুলে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব এবং ৩০০ স্কুলে শেখ রাসেল স্কুল অফ ফিউচার প্রতিষ্ঠার লক্ষে প্রকল্প প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অমিত সম্ভাবনা কাজে লাগানো ও মেধাভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশে জ্ঞান, উদ্ভাবন ও গবেষণার সুযোগ ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির বিদ্যমান উদ্যোগগুলোর সঙ্গে নতুন উদ্যোগের সংমিশ্রণে স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নের মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে লক্ষ্যমাত্রার উল্লেখযোগ্য বিষয় যেমন-আমার গ্রাম আমার শহর, তারুণ্যের শক্তি, মানসম্মত শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর নানামুখী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অংশ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক Central Aid Management System (CAMS) সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। উল্লেখ্য CAMS ব্যবহার করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত ৩৪ লক্ষ ৯৭ হাজার ৩৫৩টি পরিবারকে ২৫০০ টাকা করে মোট ৮৭৪ কোটি ৩৩ লক্ষ ৮২ হাজার ৫০০ টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। করোনা ভাইরাসের টিকা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে 'সুরক্ষা কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়াও সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীকে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ই-নথি/ডি-নথি, ওয়েব পোর্টাল ও আইসিটি বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সমুদয় কর্মকাণ্ড ও সাম্প্রতিক অর্জনসমূহের উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়েছে 'বার্ষিক প্রতিবেদনঃ ২০২১-২০২২' এর পরিকল্পনা ও প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী

সূচিপত্র

০১	পটভূমি, ভিশন ও মিশন	১৭
১.১	পটভূমি	১৭
১.১	রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission)	১৭
০২	আইসিটি অধিদপ্তরের কার্যাবলী	১৭
০৩	সাংগঠনিক কাঠামো	১৮
০৪	জনবল কাঠামো (অনুমোদিত, কর্মরত ও শূন্যপদ)	১৯
০৫	বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য	২০
৫.১	এক নজরে বিভিন্ন অর্থবছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য	২১
৫.২	প্রশিক্ষণ বাজেট	২২
৫.৩	ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি)	২২
৫.৪	সমন্বিত বাজেট ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি (আইবাস++)	২৩
০৬	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২০২২	২৩
০৭	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০২১-২২	২৫
৭.১	২০২১-২২ অর্থবছরে আইসিটি অধিদপ্তরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান	২৬
০৮	ইনোভেশন কার্যক্রম	২৭
০৯	২০২১-২২ অর্থবছরে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালার বিবরণ	৩০
৯.১	ই-নথির এর নতুন ভার্সন ডি-নথি বাস্তবায়ন	৩০
৯.২	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ	৩২
৯.৩	সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)	৩৩
১০	২০২১-২০২২ অর্থবছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক উদযাপিত ইভেন্টসমূহ	৩৪
১০.১	৫ম ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২১	৩৪
১০.২	শেখ রাসেল দিবস ২০২১	৫৫
১১	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরে প্রকল্প ও কর্মসূচি (চলমান ও প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ)	৬৪
১২	চলমান প্রকল্পসমূহ	৬৪
১৩	প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ	৭০
১৪	সাম্প্রতিক অর্জনসমূহ	৭৫
১৪.১	"সুরক্ষা" কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	৭৫
১৪.২	Central Aid Management System (CAMS)	৮৬
১৪.৩	ইনোভেশন	৯১
১৪.৪	WIFI 6	৯২
১৪.৫	ট্রেনিং ডাটাবেজ	৯৩

০১

পটভূমি, ভিশন ও মিশন

১.১ পটভূমি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের নিমিত্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে আইসিটি খাতকে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বব্যাপী প্রয়োগ ও ব্যবহারে কারিগরি সহায়তা নিশ্চিতকরণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবিধাসমূহ প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছানো, অবকাঠামো নিরাপত্তা বিধান, রক্ষণাবেক্ষণ, বাস্তবায়ন, সমন্বয় সাধন ও টেকসই উন্নয়ন, সম্প্রসারণ মান নিয়ন্ত্রণ ও কম্পিউটার পেশাজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সার্ভিস প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৩১ জুলাই ২০১৩ তারিখে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর' গঠিত হয়।

১.২ রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission)

রূপকল্প (Vision)

জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার।

অভিলক্ষ্য (Mission)

তথ্য প্রযুক্তি খাতের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে অবকাঠামো উন্নয়ন, দক্ষ মানব সম্পদ গঠন, শোভন কাজ সৃজন এবং ই-সার্ভিস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা।

০৩ সাংগঠনিক কাঠামো

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো

মহাপরিচালক — ১৮৬৮

জনবল = ৪
- ১ × মহাপরিচালক/অতিঃ সচিব/যুগ্ম সচিব
- ১ × ব্যক্তিগত সহকারী/পিএ
- ১ × ড্রাইভার
- ১ × এম.এল.এস.এস

অতিরিক্ত মহাপরিচালক — ৫৭

জনবল = ৪
- ১ × অতিরিক্ত মহাপরিচালক
- ১ × ব্যক্তিগত সহকারী/পিএ
- ১ × ড্রাইভার
- ১ × এম.এল.এস.এস

পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) — ৩৫

জনবল = ৪
- ১ × পরিচালক
- ১ × কম্পিউটার অপারেটর
- ১ × ড্রাইভার
- ১ × এম.এল.এস.এস

উপ-পরিচালক (প্রশাসন) — ২৫

জনবল = ২
- ১ × উপ-পরিচালক
- ১ × এম.এল.এস.এস

সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

জনবল = ২০
- ১ × সহকারী পরিচালক
- ১ × প্রশাসনিক কর্মকর্তা
- ১ × কম্পিউটারঅপারেটর
- ১ × ক্যাটালগার
- ১ × উচ্চমানসহকারী
- ১ × অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
- ১ × স্টোরকিপার
- ১ × প্লাম্বার
- ২ × ড্রাইভার
- ১ × ডেসপাস রাইডার
- ১ × এম.এল.এস.এস
- ৪ × নিরাপত্তা প্রহরী
- ১ × মালি
- ৩ × সুইপার

সহকারী পরিচালক (সেবা)

জনবল = ৩
- ১ × সহকারী পরিচালক
- ১ × কম্পিউটার অপারেটর
- ১ × এম.এল.এস.এস

উপ-পরিচালক (অর্থ) — ৬

জনবল = ২
- ১ × উপ-পরিচালক
- ১ × এম.এল.এস.এস

সহকারী পরিচালক (অর্থ)

জনবল = ৪
- ১ × সহকারী পরিচালক
- ১ × হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
- ১ × হিসাব রক্ষক
- ১ × ক্যাশিয়ার

পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) — ১৮

জনবল = ৫
- ১ × পরিচালক
- ১ × ডাটাবেজ এ্যাডমিনিস্ট্রেটর
- ১ × কম্পিউটার অপারেটর
- ১ × ড্রাইভার
- ১ × এম.এল.এস.এস

উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) — ১৩

জনবল = ৩
- ১ × উপ-পরিচালক
- ১ × সহকারী প্রোগ্রামার
- ১ × এম.এল.এস.এস

সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

জনবল = ২
- ১ × সহকারী পরিচালক
- ১ × অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

জনবল = ৪
- ১ × নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার
- ১ × সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার
- ১ × ডাটাএন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর
- ১ × ল্যাব এটেনডেন্ট

জনবল = ৪
- ১ × মেইন্টেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার
- ১ × সহকারী প্রোগ্রামার
- ১ × ডাটাএন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপার ভাইজার
- ১ × কম্পিউটার অপারেটর

সিস্টেম্স ম্যানেজার — ১৫

জনবল = ৪
- ১ × সিস্টেম্স ম্যানেজার
- ১ × ব্যক্তিগত সহকারী/পিএ
- ১ × ড্রাইভার
- ১ × এম.এল.এস.এস

উপ-পরিচালক (সিস্টেম ও প্রশিক্ষণ) — ১১

জনবল = ৪
- ১ × উপ-পরিচালক
- ১ × ওয়েবসাইট এ্যাডমিনিস্ট্রেটর
- ১ × অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
- ১ × কম্পিউটার অপারেটর

জনবল = ৪
- ১ × নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার
- ১ × সহকারী প্রোগ্রামার
- ১ × ডাটাএন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার
- ১ × ল্যাব এটেন্ডেন্ট

জনবল = ৩
- ১ × মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার
- ১ × সহকারী প্রোগ্রামার
- ১ × ল্যাব এটেন্ডেন্ট

জেলা কার্যালয় — ৩২৮

জনবল = ৫ × ৬৪
- ১ × জেলা ই সার্ভিস কর্মকর্তা / প্রোগ্রামার
- ১ × সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার
- ১ × কম্পিউটার অপারেটর
- ১ × ড্রাইভার
- ১ × অফিস সহায়ক

জনবল = ১ × ৮
- ১ × পরিচ্ছন্ন কর্মী

উপজেলা কার্যালয় — ১৪৬৪

জনবল = ৩ × ৪৮৮
- ১ × উপজেলা ই সার্ভিস কর্মকর্তা/সহকারী প্রোগ্রামার
- ১ × ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর
- ১ × অফিস সহায়ক

04

জনবল কাঠামো (অনুমোদিত, কর্মরত ও শূন্যপদ)

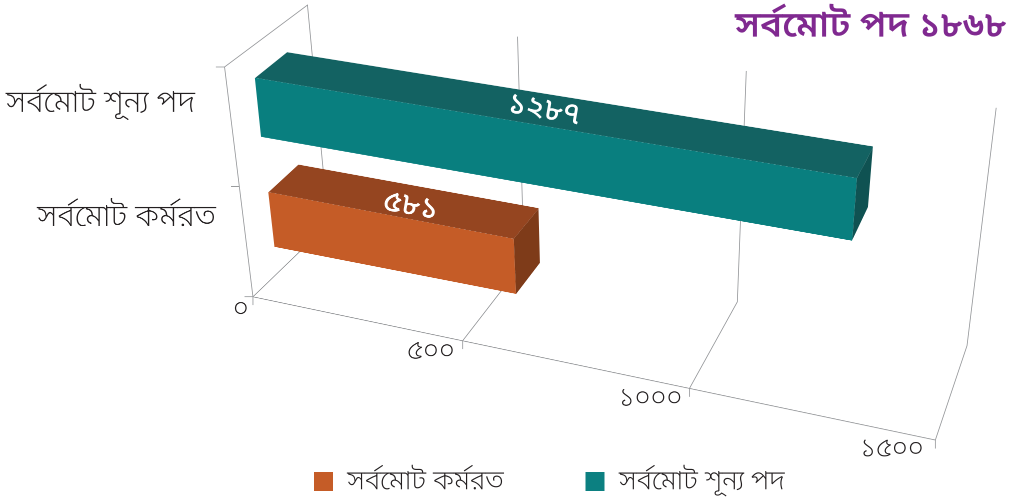

* শূণ্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে

কর্মকর্তাদের তালিকা:

পদমর্যাদা	*পদের নাম	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	মোট জনবল
০১	৩	৪	৫
০২	মহাপরিচালক	০১	০০
০৩	অতিরিক্ত মহাপরিচালক	০১	০১
০৩	সিস্টেম ম্যানেজার	০১	০১
০৪	পরিচালক	০২	০২
০৫	উপ-পরিচালক	০৪	০২
০৬	প্রোগ্রামার	৬৪	৪২
০৬	নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার	০২	০২
০৬	রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী	০২	০২
০৬	ওয়েবসাইট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর	০১	০১
০৬	ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর	০১	০১
০৯	সহকারী পরিচালক	০৪	০৪
০৯	সহকারী প্রোগ্রামার	৪৯২	৩৯৯
০৯	সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার	৬৫	৪৬
১০	ডেটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার	০২	০২
১০	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০১	০১
	মোট:	৬৪৩	৫০৬

কর্মচারীদের তালিকা:

পদমর্যাদা	*পদের নাম	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	মোট জনবল
১	২	৩	৪
১৩	কম্পিউটার অপারেটর	৭০	৫৪
১৩	ক্যাটালগার	০১	০০
১৩	ব্যক্তিগত সহকারী	০৩	০২
১৪	উচ্চমান সহকারী	০১	০১
১৪	হিসাবরক্ষক	০১	০১
১৪	ক্যাশিয়ার	০১	০১
১৬	ডেটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	৪৮৯	০১
১৬	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০৩	০২
১৬	স্টোর কিপার	০১	০১
১৬	প্লাম্বার	০১	০১
	মোট:	৫৭১	৬৪

সর্বমোট জনবল

অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১৮৬৮	৬০২	১২৬৬

* শূন্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে

০৬

বাজেট, বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য

অর্থ শাখা হতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় হতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বরাদ্দ প্রদান এবং মনিটরিং করা হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় জেলা কার্যালয় ও উপজেলা কার্যালয়ের বরাদ্দ ও ব্যয়ঃ

২০২১-২০২২ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়

অফিস	বরাদ্দ (হাজার টাকায়)	ব্যয় (হাজার টাকায়)	শতকরা(%)
প্রধান কার্যালয়	১৭০৬৮৪.০০	১৮১৩২.০০	৯২.৬৫%
জেলা কার্যালয়	৮০৮২২.০০	৭৪৫২১.০০	৯২.২০%
উপজেলা কার্যালয়	৩৮৪০৭৭.০০	৩৪৬৯৬২.০০	৯০.৩৪%

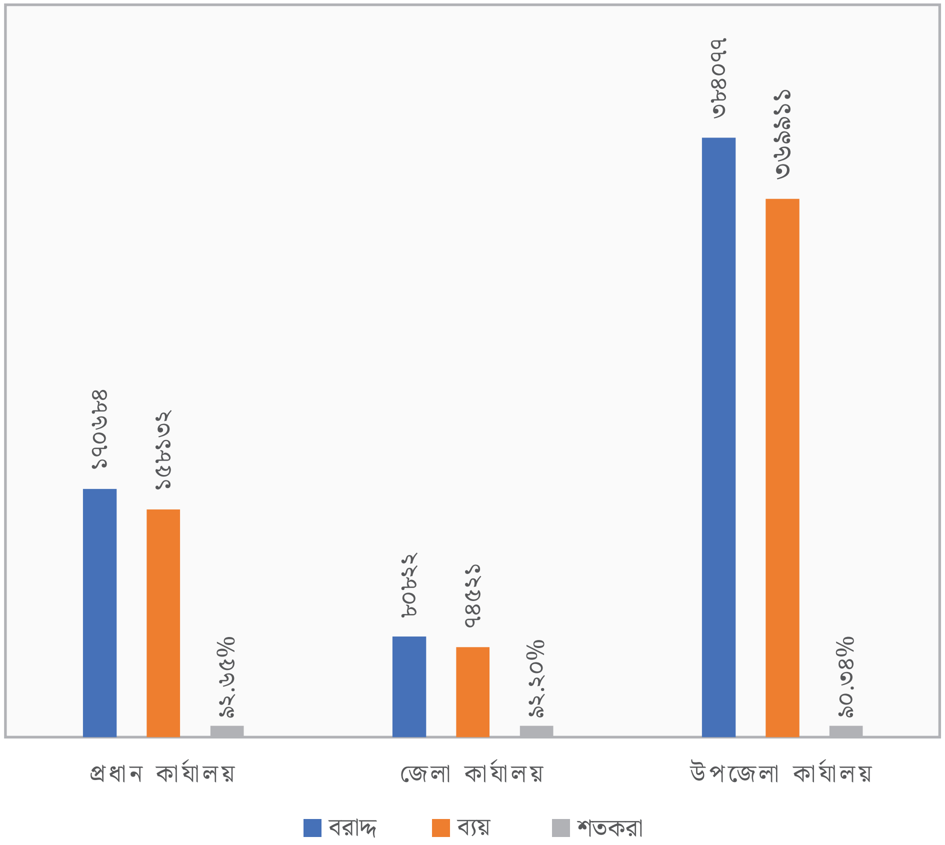

চিত্র ১: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণ।

৬.১ এক নজরে বিভিন্ন অর্থবছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

বিবরণ	২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৪-১৫ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৫-১৬ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৭-১৮ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
অনুন্নয়ন বরাদ্দ	২২৬.৯৩	২১৯৬.১০	৩৩৪০.৯১	৪০০৩.৩৫	৪০৭৬.৫৩	৪৭২০.১৭	৭৫১১.২৪	৬৮৭০.৭৮	৬৩৫৫.৮৩
অনুন্নয়ন ব্যয়	২১৬.১১	৫৭৯.৭৫	২৮৫৪.৯১	৩১৫৬.৭২	৩৩৩৩.৬৩	৩৭১২.২৭	৬৩৮৭.৩৯	৪৮৩১.০৮	৫৭৯৬.১৫
শতকরা	৯৫.২৪	২৬.৪০	৮৫.৪৬	৭৮.৮৫	৮১.৭৮	৭৮.৬৫	৮৫	৭০.৩১	৯১.১৯

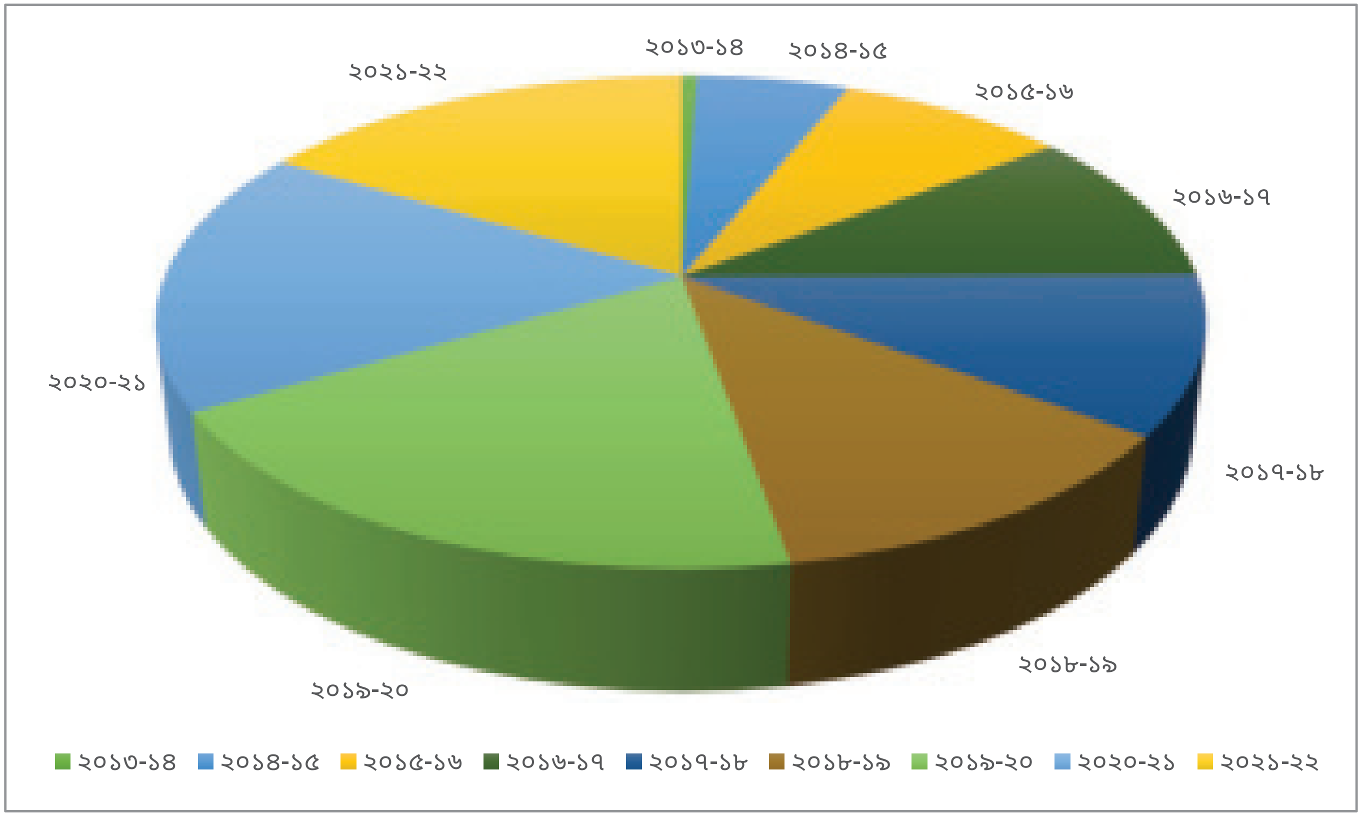

চিত্র ২: বিভিন্ন অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণ।

৫.২ প্রশিক্ষণ বাজেট

আইসিটি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এবং এ সম্পর্কিত বিভিন্ন আর্থিক বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক বিভিন্ন ক্রয় কার্য সম্পন্ন করে আসছে। মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহে অনেক কর্মকর্তা এ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ পেয়ে বিভিন্ন কেনাকাটা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ এবং কমিটিতে তাঁদের অবদান রেখে চলেছেন। এ জন্যই আইসিটি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের অর্থ শাখা হতে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট, Financial Management and Audit এবং অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণের চলমান রয়েছে।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী (যুগ্ম সচিব), মহাপরিচালক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর। প্রতিটি ব্যাচে ২৫ জন করে মোট ১৬ টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য যে, আইসিটি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় বেশিরভাগ ক্রয়কার্য ক্যাবিনেট এবং বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন করে আসছে । এছাড়াও, আমরা ম্যানুয়াল পদ্বতিতে OTM, DPM, RFQ পদ্ধতিতে বিভিন্ন ক্রয়কার্য সম্পন্ন করছে। এছাড়াও, iBAS সিস্টেমের মাধ্যমে আইসিটি অধিদপ্তর বাজেট প্রেরণ হতে শুরু করে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন বিল দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করছে।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যঃ

(পাবলিক প্রকিউরমেন্ট): সরকারী ক্রয়কার্যের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা সম্পর্কে অবহিতকরণ। সরকারি ক্রয়ে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতির ব্যবহার সম্পর্কিত বিভিন্ন নীতিমালা। সরকারী তহবিলের অর্থ দ্বারা কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

আইবাস++ : বাংলাদেশ সরকারের সমন্বিত বাজেট এবং হিসাবরক্ষণ শ্রেণিবিন্যাস ব্যবস্থা এবং Integrated Budget and Accounting System (iBAS++) এর সাথে পরিচিত হওয়া এবং বাজেট প্রণয়ন, বরাদ্দ, অনলাইনে বিল দাখিল ইত্যাদি আর্থিক কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

৫.৩ ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি)

আইসিটি অধিদপ্তর রাজস্ব বাজেট হতে ই-জিপির মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থ বছরে বিভিন্ন ক্রয়কার্য সম্পন্ন করে। জেলা কার্যালয়ের নতুন যোগদানকৃত সহকারী নেটওয়্যার্ক ইঞ্জিনিয়ারের জন্য নতুন ডেসটপ কম্পিউটার ইজিপি পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং প্রধান কার্যালয়সহ উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের জন্য কম্পিউটার, প্রিন্টার এবং স্ক্যানার ক্রয় সম্পন্ন করা হয়। প্রথমবারের মত ই-জিপির মাধ্যমে আরএফকিউ পদ্ধতি ব্যবহার করে অল-ইন-ওয়ান টাইপ প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার ক্রয় করা হয়। অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্পের উন্নয়ন বাজেট হতে টেন্ডার ই-জিপির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

৫.৪ সমন্বিত বাজেট ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি (আইবাস++)

সমন্বিত বাজেট ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি (আইবাস++) এর মাধ্যমে অধিদপ্তরের জেলা/উপজেলা পর্যায়ের অফিসসমূহে বিভিন্ন বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়। এই প্লাটফর্ম এর মাধ্যমে বেতন-ভাতাসহ অফিস ব্যয় নির্বাহের জন্য বিভিন্ন বাজেট প্রদান করা হয়। এছাড়া, বিভিন্ন সেমিনার/ওয়াকশপ এবং প্রশিক্ষণের বাজেট এই সিস্টেমের মাধ্যমে জেলা এবং উপজেলা অফিসসমূহের কোডে বিভিন্ন সময়ে বরাদ্দ দেয়া হয়। আইবাস++ সিস্টেমটি চালুর পর থেকে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতার বিল স্বল্প সময়ের মাধ্যমে হিসাবরক্ষণ অফিসে প্রেরণ এবং দ্রুততার সাথে এ সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে।

০৬

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২১-২০২২

স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকার কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৯/০৬/২০২১ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২১ সম্পাদিত হয়।

এছাড়া গত ২২/০৬/২০২১ তারিখে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং মাঠ পর্যায়ে (৬৪ জেলা) কার্যালয়সমূহে কর্মরত কর্মকর্তাগণ এর মধ্যে অনলাইন জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

অত্র কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ০৪টি কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য ১২টি কার্যক্রম এবং সুশাসন ও সংস্কারমূলক ০৫টি কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র (শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা, ই-গভর্ন্যান্স/উদ্ভাবন কর্ম্পরিকল্পনা, অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা) বাস্তবায়নের জন্য ৪০টি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। আইসিটি অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং চুক্তির উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ নিম্নরূপঃ

ক্র:নং:	কৌশলগত উদ্দেশ্য	গৃহীত কার্যক্রম
১.	ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় সহায়তা	• ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ • আইসিটি বিষয়ক পরামর্শ/ সেবা প্রদান, শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ও অন্যান্য ই-সার্ভিস পরিদর্শন • কোভিডকালীন দূর্যোগ মোকাবেলায় মানবিক সহায়তার অধীন খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির জন্য সিস্টেম প্রস্তুতকরণ • কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এসিআর সংরক্ষণের জন্য ডিজিটাল আর্কাইভ প্রস্তুত • ট্রেনিং ডাটাবেজ ভার্সন ২ প্রস্তুত
২.	আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন	• সারাদেশব্যাপী ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উদযাপন • নিউজলেটার প্রকাশ।

ক্র:নং:	কৌশলগত উদ্দেশ্য	গৃহীত কার্যক্রম
৩.	মানব সম্পদ উন্নয়ন	• কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বুনিয়াদি/দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ • 4IR চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রশিক্ষণ
৪.	আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন	• সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন • আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও ডিজিটাল ডিভাইড দূরীকরণের লক্ষ্যে স্কুল অফ ফিউচার স্থাপন • আইসিটি অদিদপ্তরের নেটওয়ার্ক আধুনিকীকরণ।

২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ:

ক্র: নং:	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১	ই-নথি বিষয়ে ৭৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান	৭৫০০	৭৫০০
২	কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	২৫০	
৩	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ইভেন্ট আয়োজন	১২.১২.২০২১ তারিখে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উদযাপন	উদযাপিত
৪	সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন	২৫০০	২৫০০
৫	ডিজিটাল বাংলাদেশ বিণির্মানে মাঠ পর্যায়ের সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে আইসিটি বিষয়ক পরামর্শ/সেবা প্রদান	১১৮০০	৮৮৪২ (মার্চ ২০২১ পর্যন্ত)
৬	আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও ডিজিটাল ডিভাইড দূরীকরণের লক্ষ্যে স্কুল অফ ফিউচার স্থাপন	১০০	১০০

০৭

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০২১-২২

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রণীত সকল নির্দেশিকাসমূহ অনুসরণ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া এ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কার্যালয়সমূহ (৬৪ জেলা) ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করে। কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ নিম্নরূপঃ

ক্র: নং:	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১	নৈতিকতা কমিটির সভা	৪	৪
২	নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১০০%	১০০%
৩	সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	২	২
৪	অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১০০%	১০০%
৫	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	২	২
৬	কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন	৯	৯
৭	ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন	৫০%	১০০%
৮	স্কুল অফ ফিউচারের আবেদনসমূহ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে নির্বাচনের লক্ষ্যে কার্যক্রম	৩০.০৫.২০২২	

৭.১ ২০২১-২২ অর্থবছরে আইসিটি অধিদপ্তরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানঃ

আইসিটি অধিদপ্তরে জাতীয় শুদ্ধাচার নীতিমালার আলোকে নিম্নরূপ কর্মকর্তাগণকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়ঃ

জনাব মোহাম্মদ আবুল হাশেম
পরিচালক (অর্থ এবং প্রশাসন)
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

জনাব মোঃ গোলাম মাহবুব
প্রোগ্রামার, জেলা কার্যালয়, নোয়াখালী
(সংযুক্তিঃ প্রধান কার্যালয়)

জনাব মো: শরিফুল ইসলাম
সহকারী প্রোগ্রামার
উপজেলা কার্যালয়, গৌরনদী, বরিশাল

জনাব মোঃ আতিকুর রহমান তালুকদার
সহকারী প্রোগ্রামার
উপজেলা কার্যালয়, ভালুকা, ময়মনসিংহ
(সংযুক্তিঃ প্রশাসন শাখা, প্রধান কার্যালয়)

জনাব মোঃ আশিক আকবর
ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম
কম্পিউটার অপারেটর
আইসিটি অধিদপ্তর
জেলা কার্যালয়, মেহেরপুর

০৮

ইনোভেশন কার্যক্রম

৮.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ইনোভেশন কার্যক্রম

একুশ শতকের উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলাকে অগ্রাধিকার দিয়ে শুরু হয়েছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের কার্যক্রম। সে লক্ষ্য অর্জনে সরকার শতভাগ সফল। দেশে তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ২০ লক্ষ দক্ষ মানুষ তৈরি করা হয়। একই সময়ে দেশে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থান হয় ২০ লক্ষ। বিশ্বে অনলাইন শ্রমশক্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। ২০১৬ সাল থেকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব নিয়ে আলোচনা শুরু হলে সরকার চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও সম্ভাবনা কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্ব দেয়। সেই থেকে চলমান রয়েছে ফ্রন্টিয়ার বা অগ্রগামি প্রযুক্তিতে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির নানা উদ্যোগ ও প্রশিক্ষণ।

২০২৫ সালের মধ্যে আইটি সেক্টরে ৩০ লাখ তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শতভাগ ই-সার্ভিস প্রদান, ২০৩১ সালের মধ্যে ২৬তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে জ্ঞানভিত্তিক, অগ্রসরমান অর্থনীতি, উদ্ভাবনী ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা এবং মাথাপিছু ১২ হাজার মার্কিন ডলার আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ চলমান রয়েছে।

পরিবর্তন ও উন্নয়নের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে চলা লাল-সবুজের বাংলাদেশ আজ বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেল। ডিজিটাল বাংলাদেশ রুপকল্পের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ হয়ে উঠছে বিশ্বের অন্যতম আইসিটি গন্তব্য। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে দক্ষ মানবশক্তি তৈরির মাধ্যমে বাংলাদেশ পরিণত হবে জ্ঞানভিত্তিক উদ্ভাবনী উন্নত বাংলাদেশে।

'উন্নয়নশীল দেশ থেকে

উন্নত দেশে যাবে উদ্ভাবনে'

"ই-গভর্ণেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা" এবং "বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি" এর শতভাগ অর্জনের অংশ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর বিভিন্ন অর্থবছরে সেবা সহজিকরণ, সেবা ডিজিটাইজকরণ এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে "ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা" বাস্তবায়নে আইসিটি বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর সংস্থার মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর প্রথম স্থান অর্জন করে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থবছরের উদ্ভাবন (ইনোভেশন) কার্যক্রম

'সরকারি খাদ্য (ধান) ক্রয়ে বিক্রেতা (কৃষক) নির্বাচনের জন্য ডিজিটাল লটারি সিস্টেম ও ডাটাবেস সংরক্ষণ':

'সরকারি খাদ্য (ধান) ক্রয়ে বিক্রেতা (কৃষক) নির্বাচনের জন্য ডিজিটাল লটারি সিস্টেম ও ডাটাবেস সংরক্ষণ' নামক উদ্যোগটির পাইলটিং কার্যক্রম তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুর - এ সম্পন্ন হয়েছে। এনালগ পদ্ধতিতে বিক্রেতা নির্বাচন খুবই সময়সাধ্য। ১০০০-২০০০ বিক্রেতা নির্বাচনের জন্য সারাদিন লেগে যায় ফলে উক্ত উদ্যোগটি বাস্তবায়নের ফলে সরকারি খাদ্য (ধান) ক্রয়ে বিক্রেতা (কৃষক) নির্বাচন ডিজিটাল পদ্ধতিতে দ্রুত সম্পন্ন করা যাচ্ছে এবং এতে সরাকারি (খাদ্য) ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত হচ্ছে।

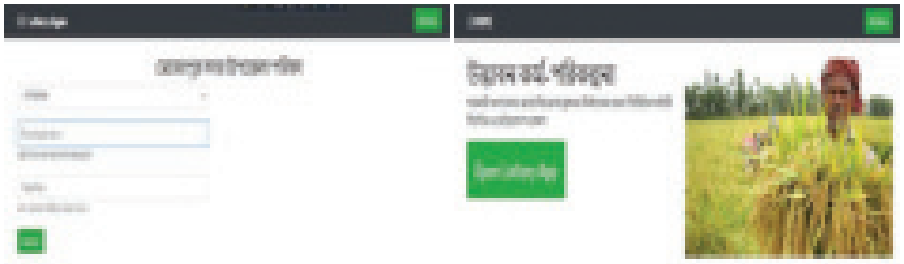

বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (ACR) অটোমেশন সিস্টেম প্রস্তুতকরণঃ

বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন(ACR) অটোমেশন সিস্টেম এর মাধ্যমে খুব সহজেই একটি ওয়েব বেইজ এপ্লিক্যাশন তৈরির মাধ্যমে বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন(ACR) কার্যক্রম সম্পন্ন করা যায়-এই সিস্টেম ব্যবহার করার জন্য আলাদা কোন ইউজার আইডি বা পাসওয়ার্ড এর প্রয়োজন হয় না; কারন ই-ফাইল(নথি সিস্টেম) এর ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়েই অনুমোদিত স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্তৃপক্ষ এবং ডোসিয়ার হেফাজতকারী কর্তৃপক্ষ খুব সহজেই এই সিস্টেমে তাদের কার্যক্রম করতে পারেন; ব্যবহারকারী নিজ নিজ অংশের তথ্য যথাযথভাবে পূরণপূর্বক পরবর্তী ধাপে প্রেরণ করেন। সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে নোটিফিকেশনের মাধ্যমে প্রত্যেক ধাপের কার্যক্রম সম্পর্কে অনুবেদনাধীন কর্মকর্তার নিকট এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট জানিয়ে দেয়া হয়।

অটোল্যান্সার (ফ্রিল্যান্সিংয়ে অটোমেশন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার):

ফ্রিল্যান্সিংয়ে পৃথিবীব্যাপী ক্রেতা থাকায় ফ্রিল্যান্সাররা সব সময় অনলাইনে অপেক্ষায় থাকে যাতে কোনো ক্রেতা তাকে অফলাইনে না পায়। যদি ২৪ ঘন্টা আইডিতে একটিভ থাকা যায় তবে ১০০% ক্লায়েন্ট পিক করা সম্ভব। কিন্তু সাধারণভাবে ১২ থেকে ১৪ ঘন্টার বেশি আইডিতে একটিভ থাকা সম্ভব নয়। আবার কিছু টুলস বক্স ব্যবহার করে এ কাজ করা গেলেও তা ঝুঁকিপূর্ণ। এক্ষেত্রে ফ্রীলান্সিং ক্যারিয়ার ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আবার বছরের সব সময় মার্কেটপ্লেসে একই রকম ক্রেতা আসেনা। কিন্তু সেই সময়েও সার্বক্ষণিক অনলাইনে অ্যাক্টিভ থাকতে হয়। অন্য কোন কাজ করার সুযোগ থাকে না।

ফ্রিল্যান্সিংয়ে অটোমেশন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারের ফলে নিরবিচ্ছিন্নভাবে একাউন্ট নিরাপদে সচল রাখা যায় এবং কোনো ক্রেতা আসলে মোবাইলের নোটিফিকেশন এবং এলার্ম পাওয়া যায়। ২৪ ঘন্টা অনলাইনে অ্যাক্টিভ থাকার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন একটি অটোমেটিক সিস্টেম করা হয়,যা একজন মানুষ যেভাবে কম্পিউটার পরিচালনা করে সেইভাবে কম্পিউটার পরিচালনা করতে পারে এবং এটি তার নির্ধারিত কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারে; সিস্টেমটি যদি একাউন্টে কোন মেসেজ আসে বা কোন নোটিফিকেশন আসে তা সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ব্যবহারকারীকে জানতে সক্ষম।

আর ২৪ ঘন্টা একাউন্টগুলোকে অনলাইনে রাখতে তৈরি করেছি ন্যানো সার্ভার সিস্টেম খুব স্বল্প খরচে একাউন্ট সবসময় অনলাইনে রাখতে পারে। এতে করে একজন ব্যবহারকারী খুব সহজেই তার অ্যাকাউন্ট সুরক্ষিতভাবে ২৪ ঘন্টা অনলাইনে অ্যাক্টিভ রাখতে পারবে। মার্কেটপ্লেসে যেহেতু বছরের সব সময় চাহিদা একরকম থাকে না তাই ব্যবহারকারীর দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই, যদি তার একাউন্টে কোন মেসেজ বা নোটিফিকেশন আসে তবে সে তাৎক্ষণিক তা পেয়ে যাবে। তার নিজের ল্যাপটপ বা ডেক্সটপ অন রেখে বা মার্কেটপ্লেসে বসে থাকার কোন দরকার নেই। এতে সে তার অন্য কাজ গুলো মনোযোগ সহকারে এবং নির্ভাবনায় করতে পারবে। যেহেতু সবসময় ঝুঁকিহীনভাবে অনলাইনে থাকা যাবে সেহেতু ১০০ শতাংশ ক্লাইন্ট পিক করা সম্ভব হবে। আমাদের সিস্টেম ব্যবহার করে ব্যবহারকারীর আয় ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। সেই সাথে ব্যবহারকারী তার মূল্যবান সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারবে।

Central Aid Management System (CAMS):

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরে কর্মরত জেলার ৫জন দক্ষ প্রোগ্রামার বাংলাদেশ সরকারের মানবিক সহায়তা বিতরণের কাজে গতিশীলতা আনয়ন ও নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজিকরণের লক্ষে পেশাগত দায়বদ্ধতা থেকে স্ব-উদ্যোগে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় Central Aid Management System (CAMS) সফটওয়্যার তৈরি করেছে। প্রাথমিকভাবে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় টাঙ্গাইল জেলায় উল্লিখিত সফটওয়্যারটি খাদ্য মন্ত্রনালয়ের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল বিতরণ ব্যবস্থাপনায় সাফল্যের সাথে ব্যবহার করা হয়েছে।

এরই ধারাবাহিকতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এমপি মহোদয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক তৈরিকৃত Central Aid Management System (CAMS) সফটওয়্যারটির কলেবর বৃদ্ধিপূর্বক সকল মানবিক সহায়তা বিতরণ ব্যবস্থাপনায় ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা জনাব জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণের অভীষ্ট লক্ষ্যে "Find Technology; Innovate; Don't Imitate;" উক্তিকে সামনে রেখে বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নির্দেশানুসারে CAMS এর উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উল্লেখ্য, করোনাকালীন সময়ে CAMS ব্যবহার করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত ৩৪ লক্ষ ৯৭ হাজার ৩৫৩টি পরিবারকে ২৫০০ টাকা করে মোট ৮৭৪ কোটি ৩৩ লক্ষ ৮২ হাজার ৫০০ টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

সুপারিশ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগসমূহ এবং বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতাহারে লক্ষ্যমাত্রার উল্লেখযোগ্য বিষয় যেমন-আমার গ্রাম আমার শহর, তারুণ্যের শক্তি, মানসম্মত শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর নানামূখী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পাশাপাশি এই সব উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ডিজিটাইজকৃত সেবা/ সহজিকরণ সেবাসমূহ জনগনের কাছাকাছি নিয়ে যেতে, প্রযুক্তি বিভেদ দূর করতে ও সকল নাগরিককে তথ্য প্রবাহের আধুনিক ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করতে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক উন্নত রাষ্ট্র, উদ্ভাবনী ও স্মার্ট বাংলাদেশে উপনিত করতে সুদুর প্রসারী ভূমিকা পালন করবে।

০৯

২০২১-২২ অর্থবছরে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালার বিবরণ

টেকসই ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর মানবসম্পদ উন্নয়নে আইসিটি অধিদপ্তর নানাবিধ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলোঃ সরকারি দপ্তরসমূহে ই-নথি বস্তবায়ন, D-nothi বিষয়ক প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিগত নিত্য-নতুন ধারণা প্রদান, সরকারি ক্রয় পদ্ধতি, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ইনোভেশন, ডিজিটাল লিডারশিপ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলসহ যুগোপযোগী বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

৯.১ ই-নথির এর নতুন ভার্সন ডি-নথি বাস্তবায়ন

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এর সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে এবং কোভিড-১৯ এর অপ্রত্যাশিত অবস্থা মোকাবিলায় সরকারি অফিসে ই-নথি ব্যবহারে যে সক্ষমতা তৈরি হচ্ছে, তা থেকে আরও একটি নতুন সংস্করণ ডিজিটাল নথি (ডি-নথি) প্রস্তুত করা হচ্ছে যেখানে অডিও-ভিজ্যুয়াল কল, ক্যালেন্ডার, রিমাইন্ডার, ওসিআর, টেক্সট টু স্পিচ, স্পিচ টু টেক্সট, এআই সহ আরো অধুনিক প্রযুক্তি সমন্বয় ঘটিয়ে ডি-নথি চালু করা হচ্ছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে দাপ্তরিক কার্যক্রমকে গতিশীল করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তাছাড়া ই-নথি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কাজ হচ্ছে বলে এই সেবার স্বচ্ছতা ও সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত এর মাধ্যমে সরকারি কাজে জবাবদিহি বাড়ছে। কাগজমুক্ত ই-নথি ব্যবস্থাপনা সময় সাশ্রয় এবং জনগণ ও সরকারকে আরও ঘনিষ্ঠ করছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে একটি জনবান্ধব জনপ্রশাসন গড়ার লক্ষ্যে জনগণকে দুর্বার গতিতে সেবা দিতে এবং লাল ফিতার দৌরাত্ম্যকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্রুততম সময়ে, কম খরচে ও হয়রানি ছাড়াই সাধারণ মানুষের কাছে সেবা পৌঁছে দিতে ই-নথি তথা ডি-নথি অগ্রগামী ভূমিকা রাখছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এটুআই (Aspire to Innovate) প্রোগ্রামের সহযোগিতায় সরকারি দপ্তরে (মাঠ পর্যায় থেকে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত) ই-নথির এর নতুন ভার্সন ডি-নথি বাস্তবায়ন করছে। মাঠ পর্যায় থেকে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত ই-নথি কার্যক্রম বেগবান করার লক্ষ্যে সকল সরকারি অফিসের ই-নথির সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পেশাগত দক্ষতা ও সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর বিগত বছরের ন্যায় ২০২১-২২ অর্থবছরে আইসিটি অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ই-নথি নতুন ভার্সন ডি-নথির সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের সরাসরি উপস্থিতি এবং অনলাইন (Zoom Cloud Meeting Application) এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থবছরের ডি-নথি প্রশিক্ষণের তথ্যঃ

প্রশিক্ষণের নাম	সংখ্যা
Digital Nothi (D-Nothi) ডি-নথি প্রশিক্ষণ	১৭২৫০
মোটঃ	**১৭২৫০**

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের বিগত বিভিন্ন অর্থবছরের ই-নথি / ডি-নথি প্রশিক্ষণের তুলনামূলক চিত্রঃ

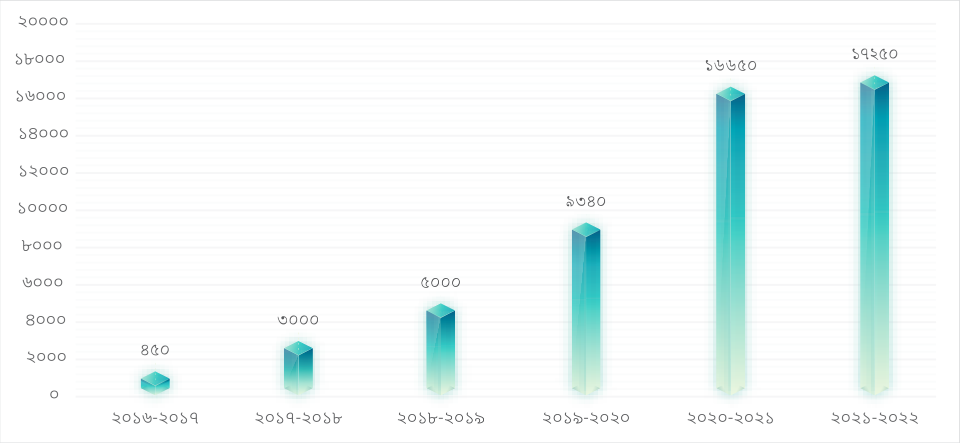

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ই-নথি প্রশিক্ষণের আলোক চিত্রঃ

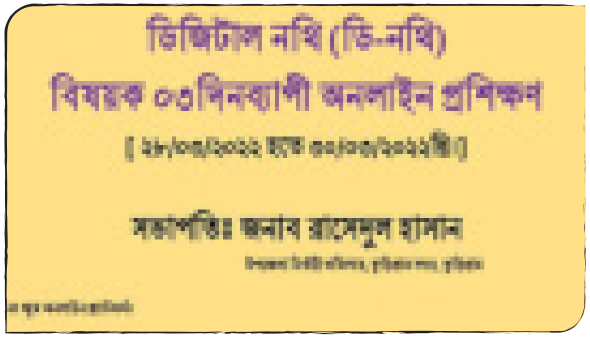

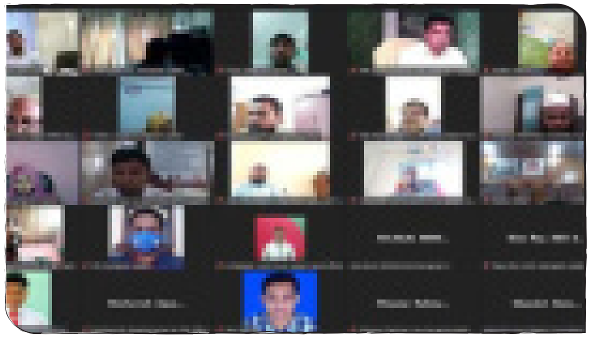

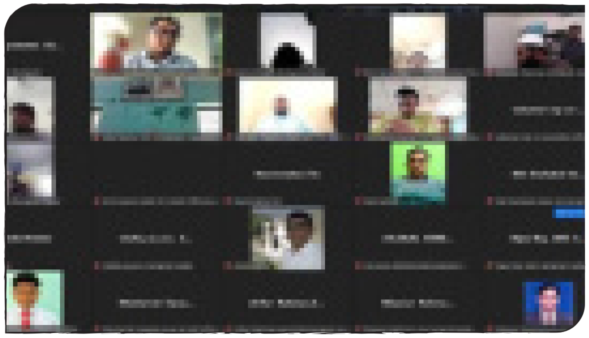

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের কুড়িগ্রাম জেলার সদর উপজেলা কার্যালয়ের ই-নথির নতুন ভার্সন (D-Nothi) বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

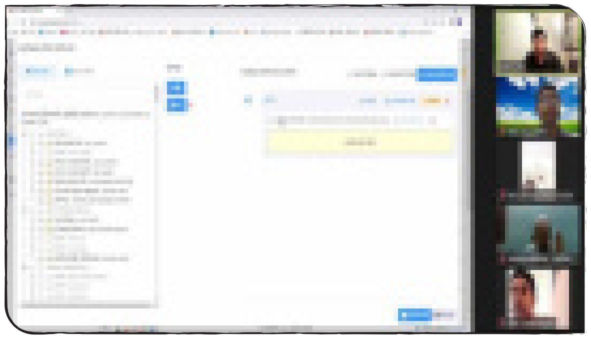

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা কার্যালয়ের ই-নথির নতুন ভার্সন (D-Nothi)বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলা কার্যালয়ের ই-নথির নতুন ভার্সন (D-Nothi) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের উপজেলা পর্যায়ের ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৯.২ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদানকৃত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের হালনাগাদকৃত তথ্যঃ

ক্রমিক	ট্রেনিং এর নাম	প্রশিক্ষণ সময়কাল (দিন)	প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষনার্থী	ব্যাচ সংখ্যা (লক্ষ্যমাত্রা)	ব্যাচ সংখ্যা (সম্পাদিত)	মোট প্রশিক্ষনার্থী
১।	আইসিটি বিভাগ ও আইসিটি অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে অনলাইনে (ভার্চয়াল প্লাটফর্মে) ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত	২	৩০		৪	১২০
২।	আইসিটি অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য সেবা প্রদান সংক্রান্ত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ	১	৩০		১	৩০
৩।	আইসিটি অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের 'সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন' বিষয়ক ০১ (এক) দিনব্যাপী অনলাইন (জুম প্লাটফর্ম) প্রশিক্ষণ	১	৬৩		১	৬৩
৪।	সেবা প্রদান সংক্রান্ত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১	৩০		১	৩০
৫।	"Digital Threats & Countermeasures" বিষয়ক ৩ দিনব্যাপী অনলাইন প্রশিক্ষণ	৩	৩০		১১	৩৩০
৬।	"Cyber Awareness & Defense" বিষয়ক ৩ দিনব্যাপী অনলাইন প্রশিক্ষণ	৩	২৫		১০	২৫০
৭।	'সুরক্ষা সিস্টেম এর সংশোধন মডিউল' সম্পর্কিত অনলাইন প্রশিক্ষণ	১	২৫		৩	৭৫
৮।	'সুরক্ষা সিস্টেম এর সংশোধন মডিউল' সম্পর্কিত অনলাইন প্রশিক্ষণ	১	২৫		৩	৭৫
৯।	"বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি এর মিটিং ম্যানেজমেন্ট মডিউল" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২	২০		২	৪০
১০।	"বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি এর ইনভেনটরী মডিউল" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২	২০		২	৪০
১১।	"অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং (GRS) সফটওয়্যার" সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ	১	৩০		১	৩০
১২।	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক	২	৬৪		১	৬৪
১৩।	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২	৫০		১	৫০
১৪।	"Public Procurement Rules, Financial Management & Audit বিষয়ক প্রশিক্ষণ"	৩	৩০		১০	৩০০
১৫।	অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	৬০	৩০		৬	১৮০
					সর্বমোট	**১৬৭৭**

মাঠ পর্যায়ঃ

ক্রমিক	ট্রেনিং এর নাম	প্রশিক্ষণ সময়কাল (দিন)	প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষনার্থী	ব্যাচ সংখ্যা (লক্ষ্যমাত্রা)	ব্যাচ সংখ্যা (সম্পাদিত)	মোট প্রশিক্ষনার্থী
১।	ডি-নথি	৩	২৫		৬৯০	১৭,২৫০
					সর্বমোট	**১৭,২৫০**

৯.৩ সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

প্রধান কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ সিস্টেম ও প্রশিক্ষণ শাখার প্রশিক্ষণ/কর্মশালা সংক্রান্ত তথ্যাদি:

ক্রমিক	বিষয়	ব্যাচ সংখ্যা	প্রশিক্ষনার্থী সংখ্যা (প্রতি ব্যাচে)	মোট প্রশিক্ষনার্থী
১।	"Digital Threats & Countermeasures" বিষয়ক ৩ দিনব্যাপী অনলাইন প্রশিক্ষণ	১১	৩০	৩৩০
২।	"Cyber Awareness & Defense" বিষয়ক ৩ দিনব্যাপী অনলাইন প্রশিক্ষণ	১০	২৫	২৫০
৩।	'সুরক্ষা সিস্টেম এর সংশোধন মডিউল সম্পর্কিত অনলাইন প্রশিক্ষণ	৩	২৫	৭৫
৪।	'সুরক্ষা সিস্টেম এর সংশোধন মডিউল সম্পর্কিত অনলাইন প্রশিক্ষণ	৩	২৫	৭৫
			মোট	**৭৩০**

ক্রমিক	কর্মশালা	ব্যাচ সংখ্যা	প্রশিক্ষনার্থী সংখ্যা (প্রতি ব্যাচে)	মোট প্রশিক্ষনার্থী
১।	"Villages of Bangladesh Trans into Smart Towns" ১ দিনব্যাপী আর্ন্তজাতিক কর্মশালা	১	২৫	২৫
২।	"Technology Solutions regarding Digitalization of Islands, Beel and Haor" ১ দিনব্যাপী কর্মশালা	১	৫০	৫০
৩।	"Feasibility Study Phase-2 of Digitalization of Islands, Beel and Hoar" ১ দিনব্যাপী আর্ন্তজাতিক কর্মশালা	১	৫০	৫০
৪।	"Digitalization of Islands, Beel and Hoar" of Field survey পরিচালনা মাঠ পর্যায়ে করণীয় নির্ধারণী ১ (এক) দিনব্যাপী অনলাইন কর্মশালা	১	৪০	৪০
			মোট	**১৬৫ জন**

১০ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক উদযাপিত ইভেন্টসমূহ

১০.১ ৫ম ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১

দেশব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো নির্মাণ, তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ মানবসম্পদ উন্নয়ন (ডিজিটাল সক্ষমতা উন্নয়ন), আইসিটিশিল্পের রপ্তানিমুখী বিকাশ এবং জনবান্ধব তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার (ই-গর্ভনেন্স) এই চারটি স্তম্ভকে ভিত্তি করে সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার অভিলক্ষ্যসহ তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধমে একটি স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বে সরকারি সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করে যাচ্ছেন। তাঁর সার্বিক পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানে ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ স্বপ্ন নয় বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্জিত সাফল্য ও সক্ষমতা বহির্বিশ্বের কাছে উপস্থাপন, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গঠন, আইসিটি শিল্পের বিকাশে গবেষণা ও উদ্ভাবন, ডিজিটাল সক্ষমতা উন্নয়ন এবং তথ্যপ্রযুক্তি খাতে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিবছর ১২ ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় কোভিড-১৯ পরিপ্রেক্ষিতে সার্বিক সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরতঃ ভৌত ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সহযোগিতায় প্রতিবছরের ন্যায় ১২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ সকলের আন্তরিক ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ৫ম বারের মত জাতীয়ভাবে দেশব্যাপী ও বিদেশস্থ বাংলাদেশী মিশনসমূহে “ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১” উদ্‌যাপিত হয়।

চিত্র ০১: ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

দিবসের লোগো ও প্রতিপাদ্য

'ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্জন,
উপকৃত সকল জনগণ।'

চিত্র ০২: ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১-এর লোগো ও প্রতিপাদ্য

দিবসের কী-ভিজ্যুয়াল

চিত্র ০৩: ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১-এর কী-ভিজ্যুয়াল

(ক) জাতীয় পর্যায়

(১) সংবাদ সম্মেলন আয়োজন

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১ আয়োজন উপলক্ষ্যে গত ০৯ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ বিসিসি অডিটোরিয়াম, আইসিটি টাওয়ার, ঢাকা-তে গুরুত্বপূর্ণ সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার উপস্থিতিতে সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইসিটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের অধীনস্থ সকল সংস্থা প্রধানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ। সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠানে ৫ম জাতীয় ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১-এর উপর গৃহীত কর্মসূচি উপস্থাপন এবং দিবসের কী-ভিজ্যুয়াল ও লোগো উন্মোচন করা হয়।

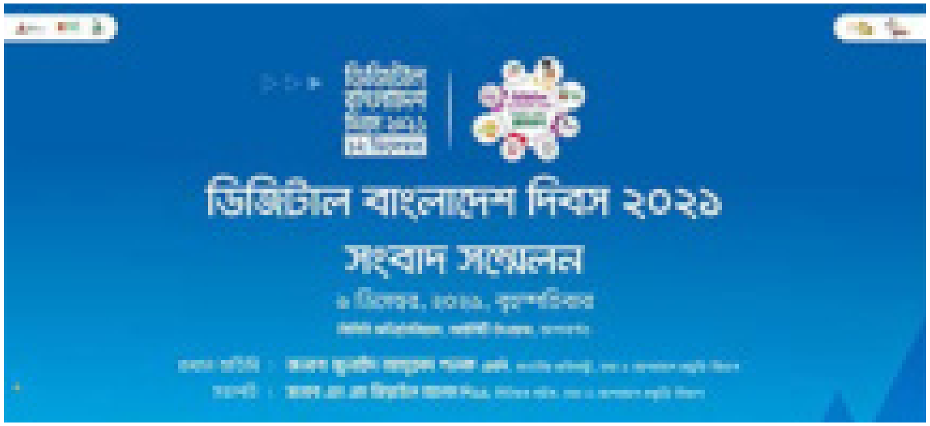

চিত্র ০৪ ও ০৫: সংবাদ সম্মেলন

(২) অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে আইসিটি অধিদপ্তর, এটুআই প্রোগ্রাম, প্রিয়.কম ও ওয়াল্টন বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনাদর্শ, ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস, ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প, ডিজিটাল বাংলাদেশের চার স্তম্ভ, নির্বাচনী ইশতেহার, ই-সেবা ইত্যাদি বিষয়ে এই অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিস্তারিত জানতে https://quiz.digitalbangladesh.gov.bd/

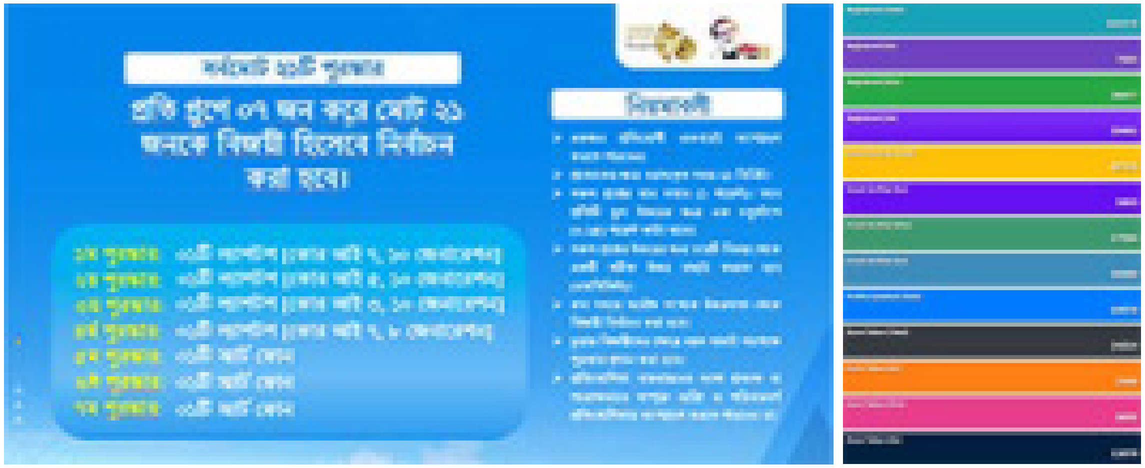

চিত্র ০৬: অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতায় পুরস্কারের ধরণ, রেজিস্ট্রেশন ও অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা

অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের তালিকা

গ্রুপ ক (বয়স ৮-১২)

নং	নাম	প্রাপ্ত নম্বর	মোবাইল নং	বয়স	ঠিকানা
১	Md. Arham Rahaman	85	01711225040	10 y,3 m,18 d	বাড়ী-৭২, রোড-০৬, মনসুরাবাদ আবাসিক এলাকা, আদাবর, ঢাকা
২	Khadija Akter	84.75	01954888235	12 y,3 m,6 d	বেপারী বাড়ি, হোল্ডিং : ২৫০, গ্রাম: ঐচারচর, ইউনিয়ন: বলরামপুর, থানা: তিতাস, জেলা: কুমিল্লা, চট্টগ্রাম
৩	Nusrat Jahan shifa	84.25	01739353407	12 y,11 m,13 d	করিমাবাদ, অলিপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম
৪	Intisar Alam siam	83	01816117880	9 y,11 m,9 d	রমাইপাড়া, বড়গোপ, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম
৫	Sikta Biswas	80.25	01731489151	8 y,11 m,26 d	গোপালবাড়ী, ঝাউতলা ৩য় লেন, হাসপাতাল রোড, বরিশাল
৬	Sathi khatun	79.75	01778101582	10 y,2 m,18 d	সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা, সাতক্ষীরা, খুলনা
৭	Sajidul Islam	78.75	01727996858	11 y,11 m,5 d	রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট, গাজীপুর, ঢাকা

গ্রুপ খ বয়স (১৩-১৮)

নং	নাম	প্রাপ্ত নম্বর	মোবাইল নং	বয়স	ঠিকানা
১	Ahmed faraj jarif	81.75	01774871109	15 y,0 m,24 d	70/1, Oriental Vervain, Ziagtola, Dhanmondi, Dhaka
২	Hafsa binte habib	75	01621930010	13 y,1 m,15 d	২/ এ এভিনিউ, হাউস নং ২৩, সি ব্লক, মিরপুর ১৩, ঢাকা
৩	Sharmin akter	70.5	01893849752	17 y,8 m,3 d	বেপারী বাড়ি, ওয়ার্ড নং: ০৩, রোড নং : ০১, গ্রাম: ঐচারচর, ডাকঘর: বাতাকান্দি - ৩৫৪৭, থানা: তিতাস, জেলা: কুমিল্লা।, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম
৪	Md. Sabbir	70	01406114208	18 y,2 m,3 d	R P Gate, Rajendrapur Cantonment, Gazipur., গাজিপুর, ঢাকা
৫	Md. Abdur Rahim Badsha	69.25	01708635710	18 y,11 m,7 d	5,jagannath saha road,lalbagh,dhaka-1211, ঢাকা
৬	Alvi amin	68	01870893155	15 y,10 m,12 d	৪/১, তালতলা রোড, খুলনা, খুলনা, খুলনা
৭	Maria siddika	67	01757518639	15 y,0 m,18 d	প্রযত্নে: মো. তৌহিদ হাসান সিদ্দিকী, গ্রাম: চর-ছোন্দাহ, ডাকঘর: শৈলকুপা, থানা: শৈলকুপা, জেলা: ঝিনাইদহ, ঝিনাইদহ, খুলনা

গ্রুপ গ (বয়স ১৯-তদুর্ধ)

নং	নাম	প্রাপ্ত নম্বর	মোবাইল নং	বয়স	ঠিকানা
১	Talha Zubayed	69.75	01321137236	32 y,1 m,26 d	Holding No : 143/1, East Raja Bazar, Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1215, ঢাকা
২	Md. Mahbub alam	68.75	01717853994	28 y,11 m,11 d	House no: 299, TNTPara, Ward No: 08, Khanthalbaria, Puthia, Rajshahi, রাজশাহী
৩	Mehedi Hasan	66.75	01719738172	28 y,11 m,14 d	গ্রামঃ হিজলী, ডাকঘরঃ কাগইল, গাবতলী, বগুড়া।
৪	SK Maher Ansari Mahim	65.75	01521498501	22 y,1 m,5 d	32/9 Sonatangore, Zigatola, Dhaka -1209, ঢাকা
৫	Md. Atiqur Rahman	64.25	01825197976	27 y,2 m,6 d	Purbabhag, Nasirnagar, Brahmanbaria, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম
৬	Zahid al Asad	63	01737809042	27 y,6 m,9 d	বসুরহাট, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম
৭	Rabiul islam Roni	62.5	01516178136	25 y,5 m,29 d	মেহেদী সাহেবের বাড়ি ; বাড়ি নংঃ ১১৬ ; গ্রামঃ উওর নিলক্ষী ; ওয়ার্ড নংঃ ০৩ ; ইউনিয়ন নংঃ ০১ ; উপজেলাঃ ফুলগাজী ; জেলাঃ ফেনী, ফেনী, চট্টগ্রাম

(৩) পুস্পস্তবক অর্পণ

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে সকালে ধানমন্ডিস্থ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে আইসিটি পরিবারের পক্ষ হতে পুস্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১ এর শুভ সুচনা করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক এমপি, আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ, আইসিটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী ও অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাগণ। এছাড়াও আইসিটি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। পুস্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানটি সরাসরি নিউজ ২৪ ও সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ করা হয়।

চিত্র ০৭: ধানমন্ডিস্থ জাতির পিতা -এর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন

(৪) র‍্যালী আয়োজন

১২ই ডিসেম্বর ২০২১ রবিবার সকাল ৮:০০ টায় জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা হতে খামারবাড়ি মোড় পর্যন্ত বর্ণাঢ্য র‍্যালী আয়োজন করা হয়। র‍্যালীটির শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় চীফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী।

চিত্র ০৮: বর্ণাঢ্য র‍্যালী

(৫) উদ্বোধনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

১২ই ডিসেম্বর ২০২১ রবিবার সকাল ১০:০০ টায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের আয়োজনে বিআইসিসি, ঢাকায় ভৌত ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ৫ম ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১-এর উদ্বোধনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। এবারের দিবসটি উদ্যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত উদ্বোধনী ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক এমপি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ। মূল অনুষ্ঠানে মাননীয় সংসদ সদস্যগণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা-এর কর্মকর্তাগণ ও বেসরকারি পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ সংযুক্ত ছিলেন। এছাড়াও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের আওতাধীন সকল সংস্থা প্রধান ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা-এর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ। মূল অনুষ্ঠানে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১ এর থিম সংগীত ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে এগিয়ে যাওয়ার ১২ বছরের উপর নির্মিত অডিও ভিজ্যুয়াল প্রদর্শন করা হয়। মূল অনুষ্ঠানটি বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত প্রজেক্টোরের মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

চিত্র ০৯ : উদ্বোধনী ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধান অতিথি

(৬) ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২১

চিত্র ১০ : ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২১ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

চিত্র ১১ : ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২১ এর বুকলেট

(i) জাতীয় পর্যায়

জাতীয় পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের সাধারণ ও কারিগরি ক্ষেত্রে মোটি ১২টি পুরস্কার।

- ব্যক্তিগত অবদানের জন্য পুরস্কার হিসেবে থাকছে ক্রেস্ট, সম্মাননা সনদ ও চেকের মাধ্যমে নগদ অর্থ নগদ অর্থ জনপ্রতি ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা
- দলগত অবদানের জন্য পুরস্কার হিসেবে থাকছে ক্রেস্ট, সম্মাননা সনদ ও চেকের মাধ্যমে নগদ অর্থ জনপ্রতি নগদ অর্থ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা হারে মোট ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা। তবে সদস্য ০৫ জনের বেশি হলে সমভাবে ভাগ হবে।
- প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পুরস্কার হিসেবে থাকছে ক্রেস্ট, সম্মাননা সনদ ও ০১টি ল্যাপটপ

(ক) সাধারণ ক্ষেত্র

ক্রমিক	ব্যক্তি/দল/প্রতিষ্ঠান	ব্যক্তি/দল/প্রতিষ্ঠানের নাম	উদ্যোগের নাম
১।	সরকারি পর্যায়ে ব্যক্তিগত	শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জনাব মোঃ দৌলতুজ্জামান খাঁন ন্যাশনাল পোর্টাল ইমপ্লিমেন্টেশন স্পেশালিষ্ট (উপসচিব), এটুআই	হাতের মুঠোয় ভূমিসেবা মোবাইল অ্যাপ
২।	বেসরকারি পর্যায়ে ব্যক্তিগত	শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জনাব শাইখ সিরাজ, পরিচালক ও বার্তা প্রধান, চ্যানেল আই	শাইখ সিরাজ ডিজিটাল

ক্রমিক	ব্যক্তি/দল/প্রতিষ্ঠান	ব্যক্তি/দল/প্রতিষ্ঠানের নাম	উদ্যোগের নাম
৩।	সরকারি পর্যায়ে দলগত	শ্রেষ্ঠ দল ক) জনাব তপন কান্তি ঘোষ (দলনেতা), সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় খ) ড. মোঃ আব্দুল মান্নান, পিএএ (সদস্য) নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল গ) জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান (সদস্য), উপসচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ঘ) জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ যুনাইদ (সদস্য) সিস্টেম এনালিস্ট, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সকল বীর মুক্তিযোদ্ধার জন্য প্রস্তুতকৃত Management Information System (MIS) এর ভিত্তিতে Government to Person (G2P) পদ্ধতিতে সম্মানি ভাতা প্রদান
৪।	বেসরকারি পর্যায়ে দলগত	শ্রেষ্ঠ দল ক) জনাব ফাহরিন হান্নান (দলনেতা), প্রতিষ্ঠাতা, ঢাকা কাস্ট খ) জনাব মোহাম্মদ মোনতাসির ইসলাম (সদস্য), সহ-প্রতিষ্ঠাতা, ঢাকা কাস্ট গ) জনাব মোঃ আল ফেরদৌস (সদস্য), সহ-প্রতিষ্ঠাতা, ঢাকা কাস্ট	ঢাকা কাস্ট
৫।	সরকারি পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক	শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠান প্রধানের নামঃ জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সিটিজেন এনগেইজম্যান্ট ম্যানেজম্যান্ট প্ল্যাটফর্ম (সবার ঢাকা অ্যাপস)
৬।	বেসরকারি পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক	শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান গ্রামীণফোন লিমিটেড প্রতিষ্ঠান প্রধানের নামঃ জনাব ইয়াসির আজমান প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গ্রামীণফোন লিমিটেড	দেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম বিকাশে 'জিপি অ্যাকসেলেরেটর'

(খ) কারিগরি ক্ষেত্র

ক্রমিক	ব্যক্তি/দল/প্রতিষ্ঠান	ব্যক্তি/দল/প্রতিষ্ঠানের নাম	উদ্যোগের নাম
১।	সরকারি পর্যায়ে ব্যক্তিগত	শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জনাব এ, বি, এম, নাজীবুল্লাহ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, বাংলাদেশ পল্লীবিদ্যুতায়ন বোর্ড	API ভিত্তিক অনলাইনে বিল পরিশোধ সেবা
২।	বেসরকারি পর্যায়ে ব্যক্তিগত	শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম চৌধুরী ইমিগ্রেশন এ্যান্ড আইসিটি স্পেশালিষ্ট আইনজীবী	Solution of Electronic Document Notarization using notarybd.com Innovative Digital Platform

ক্রমিক	ব্যক্তি/দল/প্রতিষ্ঠান	ব্যক্তি/দল/প্রতিষ্ঠানের নাম	উদ্যোগের নাম
৩।	সরকারি পর্যায়ে দলগত	**শ্রেষ্ঠ দল** ক) ড. আহমদ কায়কাউস (দলনেতা), প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় খ) জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ (সমন্বয়ক) সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ গ) জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম (তত্ত্বাবধায়ক), জেলা প্রশাসক, ঢাকা ঘ) জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ (সদস্য) প্রোগ্রামার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ঙ) জনাব এ এস এম হোসনে মোবারক (সদস্য) প্রোগ্রামার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর চ) জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ বিন ছালাম (সদস্য) প্রোগ্রামার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ছ) জনাব আব্দুল্লাহ আল রহমান (সদস্য) প্রোগ্রামার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর জ) জনাব মোঃ গোলাম মাহবুব (সদস্য) প্রোগ্রামার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর	কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সুরক্ষা)
৪।	বেসরকারি পর্যায়ে দলগত	**শ্রেষ্ঠ দল** ক) জনাব শমী কায়সার (দলনেতা), প্রেসিডেন্ট, ই-ক্যাব খ) জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম (সদস্য), মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন গ) জনাব মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ তমাল (সদস্য), সাধারণ সম্পাদক, ই-ক্যাব ঘ) জনাব রেজওয়ানুল হক জামী (সদস্য), হেড অফ ই-কমার্স, এটুআই ঙ) জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (সদস্য), জেনারেল ম্যানেজার, ই-ক্যাব চ) জনাব মোঃ ইমরান হোসেন (সদস্য) প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ডেইরী ফার্ম এসোসিয়েশন ছ) জনাব মোহাম্মদ শাহ এমরান (সদস্য) সেক্রেটারী জেনারেল, বাংলাদেশ ডেইরী ফার্ম এসোসিয়েশন	ডিজিটাল হাট
৫।	সরকারি পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক	**শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান** পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (সহযোগিতায়ঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও এটুআই) প্রতিষ্ঠান প্রধানের নামঃ জনাব কবির বিন আনোয়ার সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	ডিজিটাল পদ্ধতিতে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা
৬।	বেসরকারি পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক	**শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান** বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) প্রতিষ্ঠান প্রধানের নামঃ জনাব ফারুক হাসান, সভাপতি, বিজিএমইএ	বায়োমেট্রিক আইডেন্টিটি অ্যান্ড ওয়ার্কার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

(ii) জেলা পর্যায়

জেলা পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের সাধারণ ও কারিগরি ক্ষেত্রে মোটি ১২টি পুরস্কার।

- ব্যক্তিগত অবদানের জন্য পুরস্কার হিসেবে থাকছে ক্রেস্ট, সম্মাননা সনদ ও চেকের মাধ্যমে নগদ অর্থ নগদ অর্থ জনপ্রতি ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা
- দলগত অবদানের জন্য পুরস্কার হিসেবে থাকছে ক্রেস্ট, সম্মাননা সনদ ও চেকের মাধ্যমে নগদ অর্থ জনপ্রতি নগদ অর্থ ৫০,০০০/- (পঁঞ্চাশ হাজার) টাকা হারে ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঁঞ্চাশ হাজার) টাকা। তবে সদস্য ০৫ জনের বেশি হলে সমভাবে ভাগ হবে।
- প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পুরস্কার হিসেবে থাকছে ক্রেস্ট, সম্মাননা সনদ ও ০১টি ল্যাপটপ

(ক) সাধারণ ক্ষেত্র

ক্রমিক	ব্যক্তি/দল/প্রতিষ্ঠান	ব্যক্তি/দল/প্রতিষ্ঠানের নাম	উদ্যোগের নাম
১।	সরকারি পর্যায়ে ব্যক্তিগত	শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জনাব কাজি মোঃ আবদুর রহমান, জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা	বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা উইমেন্স কর্ণার (BSFMWC)
২।	বেসরকারি পর্যায়ে ব্যক্তিগত	শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জনাব মাহির আশহাব লাবিব শিক্ষার্থী, কুতুবা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বোরহানউদ্দিন, ভোলা	স্মার্ট গ্যাস লিকেজ ডিটেক্টর
৩।	সরকারি পর্যায়ে দলগত	শ্রেষ্ঠ দল ক) জনাব শাহিদা সুলতানা (দলনেতা), জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ খ) জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন (সদস্য), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ গ) জনাব আনন্দ কিশোর সাহা (সদস্য), জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, গোপালগঞ্জ ঘ) জনাব মুহাম্মদ সিদ্দিকুল ইসলাম (সদস্য), জেলা শিক্ষা অফিসার, গোপালগঞ্জ ঙ) জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ (সদস্য), প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড্যাফোডিল সাইন্স এন্ড টেকনোলজি ইন্সটিটিউট, গোপালগঞ্জ	বায়োমেট্রিক হাজিরাঃ সেন্ট্রাল স্কুল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
৪।	বেসরকারি পর্যায়ে দলগত	শ্রেষ্ঠ দল ক) জনাব জিনিয়া রহমান (দলনেতা), প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বড় ডাক্তার, ময়মনসিংহ খ) জনাব মো: মোখলেছুর রহমান (সদস্য), পরিচালক, বড় ডাক্তার, ময়মনসিংহ	ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক সফটওয়্যার ‘বড় ডাক্তার’
৫।	সরকারি পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক	শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা প্রতিষ্ঠান প্রধানঃ জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা	স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র অনলাইন সিস্টেম
৬।	বেসরকারি পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক	শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান ফুডশাহী বিডি, রাজশাহী প্রতিষ্ঠান প্রধানঃ জনাব মন্ডল মো: আতিকুল হক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ফুডশাহী বিডি	Online Home Delivery Service

(খ) কারিগরি ক্ষেত্র

ক্রমিক	ব্যক্তি/দল/প্রতিষ্ঠান	ব্যক্তি/দল/প্রতিষ্ঠানের নাম	উদ্যোগের নাম
১।	সরকারি পর্যায়ে ব্যক্তিগত	শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জনাব সোহাগ চন্দ্র সাহা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়	ডিজিটাল ইউনিয়ন ট্যাক্স ও সেবা সিস্টেম
২।	বেসরকারি পর্যায়ে ব্যক্তিগত	শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জনাব সানি জুবায়ের, শিক্ষার্থী, ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়	Defender- A Fire Fighting Robot
৩।	সরকারি পর্যায়ে দলগত	শ্রেষ্ঠ দল ক) জনাব মোহাম্মদ খোরশেদ আলম খান (দলনেতা), জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী খ) জনাব মোঃ নাজিমুল হায়দার (সদস্য) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), নোয়াখালী গ) জনাব সৈকত রায়হান (সদস্য) সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, নোয়াখালী ঘ) জনাব আমজাদ হোসেন (সদস্য) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নিঝুম আইসিটি লিমিটেড, নোয়াখালী	অনলাইনে অভিযোগ দাখিলের জন্য ই-নালিশ সফটওয়্যার উন্নয়ন
৪।	বেসরকারি পর্যায়ে দলগত	শ্রেষ্ঠ দল ক) জনাব আবরার শহীদ (দলনেতা) শিক্ষার্থী, চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ খ) জনাব তোয়াহা জোবায়ের (সদস্য) শিক্ষার্থী, চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ গ) জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল আদিল (সদস্য) শিক্ষার্থী, চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ ঘ) জনাব মো: জগলুল করিম (সদস্য), শিক্ষার্থী চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ	কৃষিকাজে সহায়ক রোবট (AgroBot)
৫।	সরকারি পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক	শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাদারীপুর প্রতিষ্ঠান প্রধানঃ ড. রহিমা খাতুন জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মাদারীপুর	তাৎক্ষণিক তথ্য সংগ্রহ ও প্রেরণ সিস্টেম
৬।	বেসরকারি পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক	শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান মাই আউটসোর্সিং লিমিটেড প্রতিষ্ঠান প্রধানঃ জনাব মোঃ তানজিরুল বাসার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, মাই আউটসোর্সিং লিমিটেড	মাই আউটসোর্সিং লিমিটেড

চিত্র ১১: ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২১ বিতরণ

চিত্র ১১: ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২১ বিতরণ

(৭) জাতীয় সেমিনার আয়োজন

১২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ বিকাল ০৩:০০ টায় বিআইসিসি-ঢাকায় ভার্চুয়াল ও ভৌত কাঠামোর সংমিশ্রণে "ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্জন, উপকৃত সকল জনগণ" শীর্ষক জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় আইন মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি। সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন জনাব সামি আহমেদ, পলিসি এ্যাডভাইজার, এলআইসিটি প্রকল্প।

চিত্র ১২: ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে আয়োজিত জাতীয় সেমিনার

(৮) ডিজিটাল বাংলাদেশ কনসার্ট আয়োজন

বিকাল ৩.০০ টায় ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইউনাইটেড সিটি, মাদানী এভিনিউ, বাড্ডা-এর মাঠে ডিজিটাল বাংলাদেশ কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিসভার মাননীয় সদস্যবর্গ, মাননীয় সংসদ সদস্যগণ, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ, শিক্ষার্থীবৃন্দ, সাধারণ জনগণসহ প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকগণ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গসহ প্রায় ৫০ হাজার জনগণ আয়োজিতব্য কনসার্টটি উপভোগ করবেন। চ্যানেল আই টেলিভিশনে কনসার্টটি সরাসরি প্রচার করা হয়।

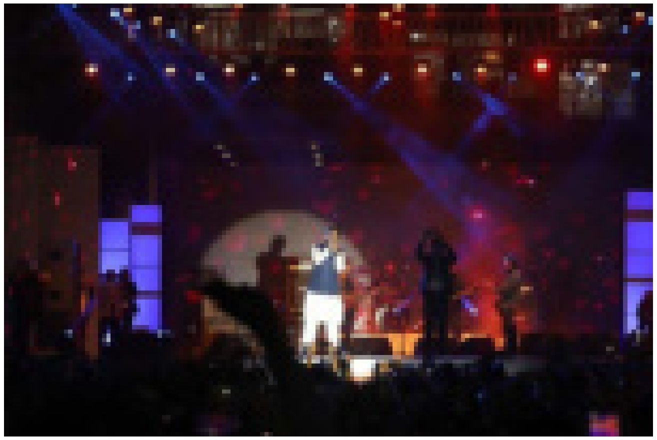

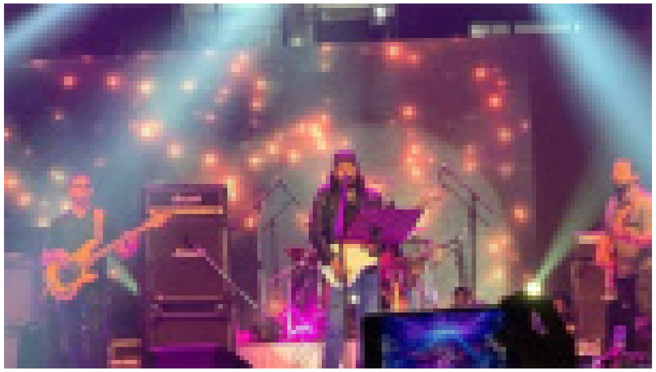

চিত্র ১৩: ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে আয়োজিত জাতীয় সেমিনার

(খ) মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম

(১) সেমিনার/আলোচনা সভা আয়োজন:

ক্রমিক	পর্যায়	বিষয়	টার্গেটেড গ্রুপ
১।	জেলা পর্যায় (৬৪টি)	**প্রতিপাদ্য:** ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্জন উপকৃত সকল জনগণ	মাননীয় সংসদ সদস্য, জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী, স্টেকহোল্ডার (আইটি ফ্রিল্যান্সার, ই-কমার্স উদ্যোক্তা, আইএসপি, আইসিটি উদ্যোক্তা, ইউডিসি উদ্যোক্তা ও আইটি খাত), সাংবাদিকবৃন্দ, শিক্ষক/শিক্ষিকা, এনজিও প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট সকল
২।	উপজেলা পর্যায় (৪৩২টি) (সদর উপজেলা ব্যতীত)		

(২) প্রতিযোগিতা আয়োজন:

ক্রমিক	পর্যায়	বিষয়	টার্গেটেড গ্রুপ	টার্গেটেড গ্রুপ
১।	জেলা পর্যায় (৬৪টি)	রচনা/ প্রেজেন্টেশন প্রস্তুত	ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্জন উপকৃত সকল জনগণ (৮-১০ স্লাইড)	উচ্চ মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব শ্রেণি
		উপস্থিত বক্তৃতা/ আবৃত্তি/ বিতর্ক প্রতিযোগিতা	ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্জন উপকৃত সকল জনগণ অথবা ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণের গল্প	৬ষ্ঠ হতে ১০ম শ্রেণি
২।	উপজেলা পর্যায় (৪32টি) (সদর উপজেলা ব্যতীত)	উপস্থিত বক্তৃতা/ আবৃত্তি/ বিতর্ক প্রতিযোগিতা	ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্জন উপকৃত সকল জনগণ অথবা ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণের গল্প	৬ষ্ঠ হতে ১০ম শ্রেণি
		চিত্রাংকন	আমার তুলিতে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নপূরণের গল্প	১ম হতে ৫ম শ্রেণি

(৫) ডিজিটাল বাংলাদেশ কনসার্ট আয়োজন

কেন্দ্রীয় পর্যায়সহ প্রতিটি বিভাগীয় জেলায় (ঢাকা জেলা ব্যতীত) সংশ্লিষ্ট মাননীয় মেয়র ও সম্মানিত বিভাগীয় কমিশনার-এর সাথে আলোচনাক্রমে ডিজিটাল বাংলাদেশ কনসার্ট আয়োজন করা হয়।

(৬) ব্র্যান্ডিং ও প্রচার:

মাঠ পর্যায়ে নিম্নরুপভাবে ব্র্যান্ডিং ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়:

(ক) দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে অনুমোদিত ডিজাইনসমূহ অনুসরণপূর্বক ব্র্যান্ডিং ও প্রচার;

(খ) অগ্রিম প্রচারের নিমিত্ত বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্যানার প্রদর্শন;

(গ) বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ফেসবুক পেজ-এর মাধ্যমে প্রচার;

(ঘ) স্থানীয় ক্যাবল মিডিয়াতে নিম্নরুপ স্ক্রলিং, থিম সঙ্গীত, অডিও-ভিজ্যুয়াল প্রচার করা হয়;

"১২ ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস। ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১-এর প্রতিপাদ্য

ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্জন, উপকৃত সকল জনগণ"

(ঙ) স্থাপিত এলইডিসমূহে ডিজিটাল বাংলাদেশের অর্জন, থিম সঙ্গীত, অডিও-ভিজ্যুয়াল প্রচার করা হয়;

(চ) স্থানীয় প্রত্রিকায় জেলা পর্যায়ে ক্রোড়পত্র ও উপজেলা পর্যায়ে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়;

(ছ) www.digitalbangladesh.gov.bd এবং www.doict.gov.bd

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১
১২ ডিসেম্বর
জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
সজীব ওয়াজেদ জয়
শেখ হাসিনা এমপি
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
ডিজিটাল বাংলাদেশঃ স্বপ্ন থেকে বাস্তবে

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১
১২ ডিসেম্বর
জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
সজীব ওয়াজেদ জয়
শেখ হাসিনা এমপি
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
ডিজিটাল বাংলাদেশ: স্বপ্ন থেকে বাস্তবে
www.digitalbangladesh.gov.bd
CCA

(ঘ) ফটো গ্যালারী

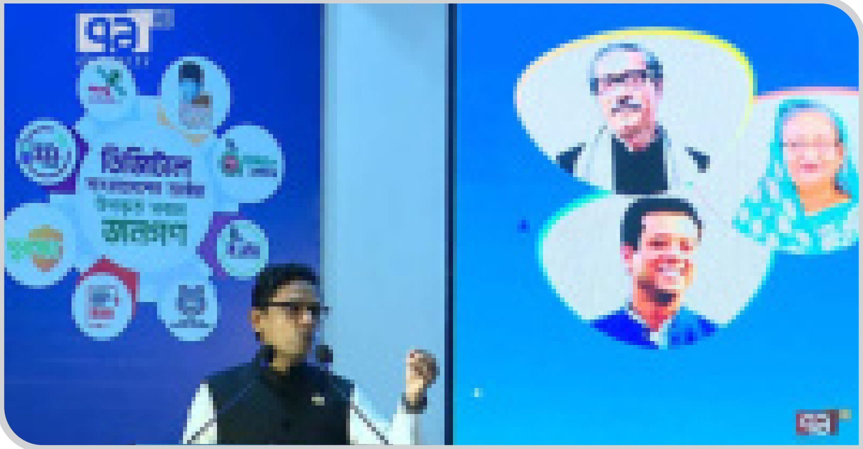

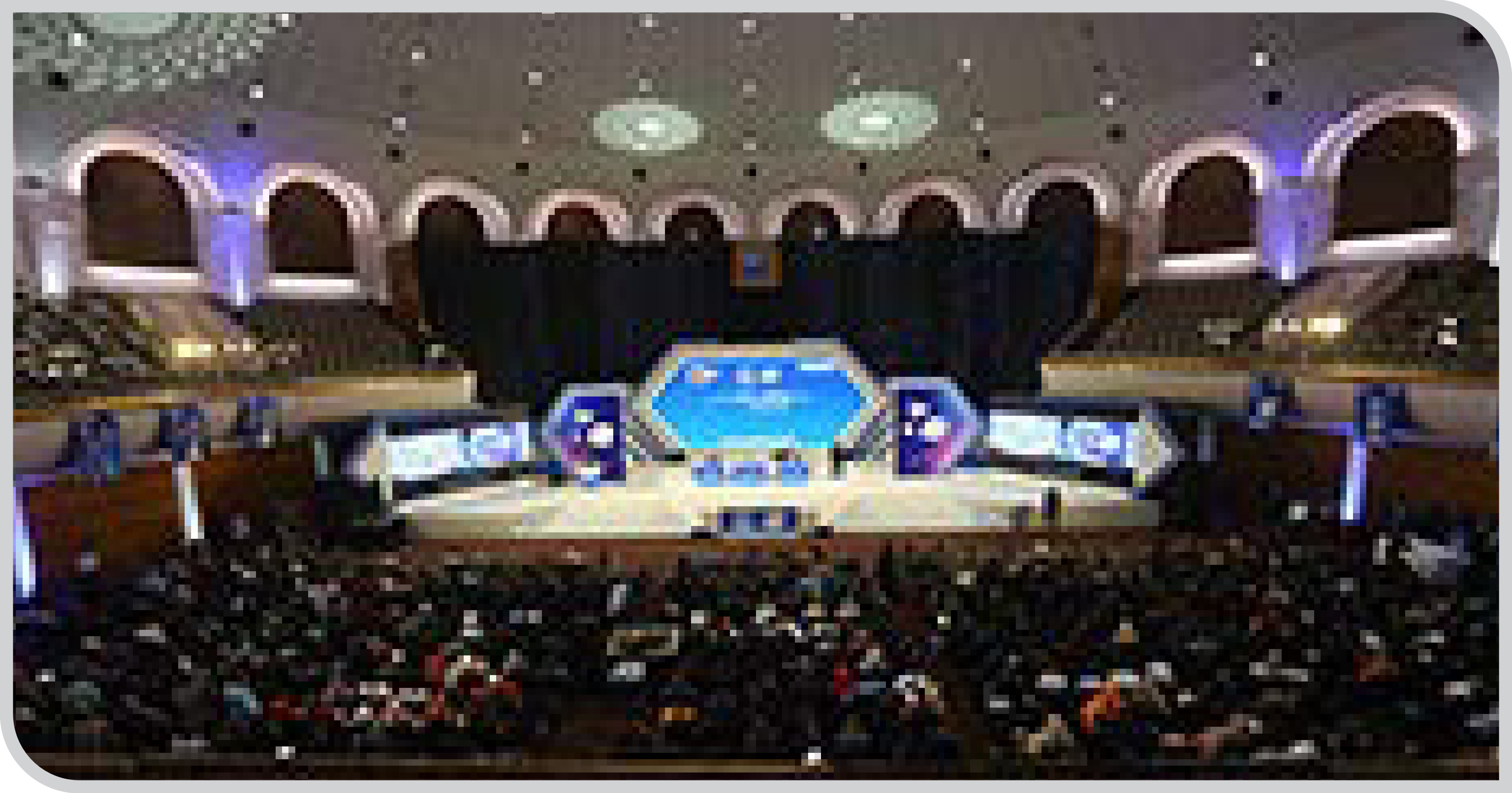

DIGITAL
BANGLADESH

১০.২ শেখ রাসেল দিবস ২০২১

১। শেখ রাসেল দিবস-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

প্রতিবছর ১৮ অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস পালনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের কর্ণধার তথা বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদেরকে/শিশু-কিশোরদেরকে উন্নত বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যয়ে শিশু-কিশোরদের মাঝে শেখ রাসেলের স্মৃতি অম্লান থাকবে। একই সাথে আগামী দিনে বাংলাদেশকে পরিচালনাসহ নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রে শেখ রাসেলের দীপ্ত প্রত্যয়কে হৃদয়ে ধারণ করে তারা উন্নত বাংলাদেশ গড়ার শক্তিতে বলীয়ান হবে। এখন থেকে প্রতিবছর ১৮ অক্টোবর 'ক' শ্রেণিভূক্ত দিবস হিসেবে শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন/পালন হবে।

চিত্র ০১: দিবসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২। দিবসের লোগো ও প্রতিপাদ্য:

চিত্র ০২: লোগো ও প্রতিপাদ্য

৩। দিবস উদ্‌যাপন (কেন্দ্রীয় পর্যায় ও মাঠ পর্যায়)

৩.১ কেন্দ্রীয় পর্যায়

৩.১.১ সংবাদ সম্মেলন আয়োজন:

(ক) শেখ রাসেল ওয়েবসাইট ও অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

গত ৩ অক্টোবর ২০২১, রবিবার বিসিসি অডিটোরিয়াম, আইসিটি টাওয়ার, ঢাকা-তে গুরুত্বপূর্ণ সকল মিডিয়ার উপস্থিতিতে 'শেখ রাসেল ওয়েবসাইট ও অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা উদ্বোধন' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিষয়ক মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদের মহাসচিব জনাব কে এম শহীদুল্লাহ, এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম-এর প্রকল্প পরিচালক ও যুগ্ম সচিব ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর। এছাড়া অনুষ্ঠানটিতে স্বাগত বক্তব্য রাখবেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব এ. বি. এম. আরশাদ হোসেন। অনুষ্ঠানে মাননীয় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক বলেন, 'বিশ্বে যেন আর কোনো শিশুকে শেখ রাসেলের মতো জীবন দিতে না হয়, এই রকম কলঙ্কজনক অধ্যায় যেন আর কেউ তৈরি করতে না পারে, তার জন্য আমরা বাংলাদেশের প্রতিটি শিশু-কিশোরের কাছে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস এবং শেখ রাসেলের সংগ্রামী জীবন তুলে ধরতে চাই। অনুষ্ঠানে 'শেখ রাসেল ওয়েবসাইট (www.sheikhrussel.gov.bd)' ও 'শেখ রাসেল অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা ২০২১ (quiz.sheikhrussel.gov.bd)'- এর শুভ উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার প্লাটফর্ম উদ্বোধন ভিডিও প্রদর্শন ও নিয়মাবলী উপস্থাপন করা হয়।

চিত্র ০৩: সংবাদ সম্মেলন (শেখ রাসেল ওয়েবসাইট এবং অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা উদ্বোধন, তারিখ- ০৩ অক্টোবর ২০২১)

(খ) শেখ রাসেল দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি উপস্থাপন

শেখ রাসেল দিবস ২০২১ আয়োজন উপলক্ষ্যে গত ১৭ অক্টোবর ২০২১ তারিখ বিসিসি অডিটোরিয়াম, আইসিটি টাওয়ার, ঢাকা-তে গুরুত্বপূর্ণ সকল মিডিয়ার উপস্থিতিতে সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়। প্রেস কনফারেন্স অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক এমপি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদ এর মহাসচিব জনাব কে এম শহীদুল্লাহ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইসিটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (দায়িত্বে) জনাব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের অধীনস্থ সকল সংস্থা প্রধানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রিনিক মিডিয়া সাংবাদিকগণ, অন্যান্য সুধিবৃন্দ। সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠানে যথাযথ মর্যাদায় জাতীয়ভাবে দেশব্যাপী বর্ণাঢ্য আয়োজনে শেখ রাসেল দীপ্ত জয়োল্লাস, অদম্য আত্মবিশ্বাস প্রতিপাদ্যে ১ম বার শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপনের নিমিত্ত গৃহীত কার্যক্রম উপস্থাপন করা হয়।

৩.১.২ অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন:

শেখ রাসেল দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের জন্য অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা (quiz.sheikhrussel.gov.bd)-এর আয়োজন করা হয়েছে।

অংশগ্রহণকারী: গ্রুপ ক: ৮-১২ বছর এবং গ্রুপ খ: ১৩-১৮ বছর

পুরস্কার:

গ্রুপ ক (৮-১২ বছর) ৫টি ল্যাপটপ (কোর আই ৭, ১০ জেনারেশন)

গ্রুপ খ (১৩-১৮ বছর) ৫টি ল্যাপটপ (কোর আই ৭, ১০ জেনারেশন)

নিয়মাবলি:

- কুইজ প্রতিযোগিতাটি শুধু ৮ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের জন্য উন্মুক্ত।
- একজন প্রতিযোগী একবারই অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
- ভুল/মিথ্যা তথ্য দিয়ে অংশগ্রহণ করলে তাকে প্রতিযোগিতা থেকে বাতিল বলে গণ্য করা হবে।
- প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য বরাদ্দকৃত সময় ১০ মিনিট।
- সকল প্রশ্নের মান সমান। ভুল উত্তরের জন্য কোনো নম্বর কাটা যাবে না।
- সকল প্রশ্নের উত্তরের জন্য চারটি বিকল্প থেকে একটি সঠিক উত্তর বাছাই করতে হবে (এমসিকিউ)।
- কম সময়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক উত্তরদাতা থেকে বিজয়ী নির্বাচন করা হবে।
- চূড়ান্ত বিজয়ীদের ক্ষেত্রে বয়স যাচাই সাপেক্ষে পুরস্কার প্রদান করা হবে।

কুইজের বিষয়:

শেখ রাসেলের জন্ম, দুরন্ত শৈশব, শিক্ষা জীবন, স্বপ্ন, ভ্রমণ, পছন্দ, খেলাধুলা, তাঁর উপর রচিত গ্রন্থ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কাটানো মুহূর্তসহ বিভিন্ন বিষয় থেকে প্রশ্ন নির্ধারণ করা হবে।

শেখ রাসেল অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা ২০২১- এর বিজয়ীরা

গ্রুপ ক-এর বিজয়ীদের তালিকা

ক্রম	নাম	ঠিকানা	প্রাপ্ত নম্বর
১	শিষ মাহমুদ খাঁন	৪১০/১/বি, উত্তর ইব্রাহিমপুর, কাফরুল, ঢাকা	৪৯
২	আহনাফ আজমাইন	তাড়াশ, দোবিলা, দেবীপুর, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী	৪৯
৩	রুবাইয়া জামান	২৯/৮, নিচুপাড়া, শিক্ষকপল্লি, গোপালগঞ্জ, ঢাকা	৪৯
৪	আবরার আহমেদ তাহসিন	হাউজ নম্বর-১৫৩, ওয়ার্ড নম্বর-৮, সিপাহী পাড়া, রাজপাড়া, রাজশাহী মেট্রোপলিটন	৪৮
৫	মুনিফ কবির	গাবতলি পুরাতন বাজার, গাবতলি, বগুড়া, রাজশাহী	৪৮

গ্রুপ খ-এর বিজয়ীদের তালিকা

ক্রম	নাম	ঠিকানা	প্রাপ্ত নম্বর
১	সৈয়দা তাহসীন জুবাইদা	মীর বাড়ি, গ্রামঃ নন্দলালপুর, ডাকঘরঃ রাউতড়া,থানাঃ মাগুড়া, মাগুড়া, খুলনা	৯৮
২	উসওয়াতুন নাবিহা নকশি	বাড়িঃ ২৩, রোডঃ সবুজপাড়া, থানাঃ চিলমারী, কুড়িগ্রাম, রংপুর	৯৬
৩	সৈয়দা তাবাচ্ছুম জুবাইদা	মীর বাড়ি, গ্রামঃ নন্দলালপুর, ডাকঘরঃ রাউতড়া, থানাঃ মাগুড়া, মাগুড়া, খুলনা	৯৫
৪	এস এম ফাহাদ আব্দুল্লাহ রাকিব	দোহার পাড়, কলেজ পাড়া, মাগুড়া সদর, খুলনা	৯৫
৫	মোহাম্মদ ওমর হোসেন	রারি বাড়ি, গ্রামঃ উওর রমজানপুর, পোস্ট অফিসঃ রমাজনপুর, থানাঃ কালকিনি, মাদারীপুর, ঢাকা	৯৫

৩.১.৩ পুস্পস্তবক অর্পণ:

বনানী কবরস্থান:

"শেখ রাসেল দিবস ২০২১" উদযাপন উপলক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ চত্ত্বরে স্থাপিত শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। আইসিটি বিভাগে ও এর আধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এতে অংশগ্রহণ করেন । এসময় শেখ রাসেলের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

এছাড়া দিবসটি উপলক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও শেখ রাসেল জাতীয় শিশু কিশোর পরিষদের উদ্যোগে আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলমের নেতৃত্বে বনানী কবরস্থানে শেখ রাসেলের সমাধীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় এবং আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

৩.১.৪ উদ্বোধনী ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজন (কেন্দ্রীয় মূল অনুষ্ঠান):

১৮ অক্টোবর ২০২১ সোমবার সকাল ০৯:৩০ টায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আয়োজনে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ও শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে হল অব ফেম, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র (বিআইসিসি), ঢাকা-তে ভৌত ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে শেখ রাসেল দিবস ২০২১ উদ্বোধনী ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এবারের দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত উদ্বোধনী ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে গণভবন প্রান্ত থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, শেখ রাসেলের বড় বোন, দেশরত্ন শেখ হাসিনা।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক এমপি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা ডঃ চৌধুরী নাফিজ শারাফাত, উপদেষ্টা জনাব তরফদার মোঃ রুহুল আমি্ উপদেষ্টা জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম মোল্লা এবং মহাসচিব জনাব কে, এম, শহিদ উল্যা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ব্যরিস্টার জাহাঙ্গীর হোসেন রনি, আইন বিষয়ক সম্পাদক, শেখ রাসেল জাতীয় শিশু-কিশোর পরিষদ।

এছাড়াও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের আওতাধীন সকল সংস্থা প্রধান ও উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ। আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে মাননীয় সংসদ সদস্যগণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা-এর কর্মকর্তাগণ ও বেসরকারি পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ সংযুক্ত ছিলেন। মূল অনুষ্ঠানটি বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত প্রজেক্টোরের মাধ্যমে সরাসরি প্রচার করা হয়।

৩.১.৫ শেখ রাসেল পদক প্রদান

শেখ রাসেল পদক ২০২১ প্রাপ্তদের তালিকা (মোট ১০জন)

ক্ষেত্র: শিক্ষা

ক্ষেত্র: শিল্পকলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

ক্ষেত্র: ক্রীড়া

ক্ষেত্র: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

ক্ষেত্র: বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন

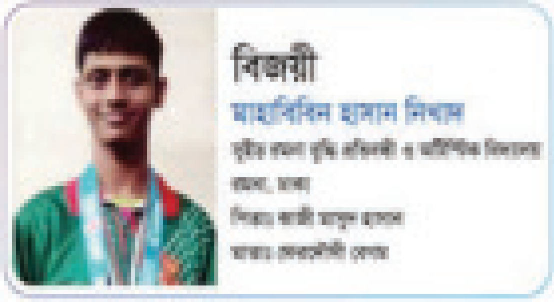

৪। জাতীয় সেমিনার আয়োজন:

১৮ অক্টোবর ২০২১ তারিখ বিকাল ০৩:০০ টায় হল অব ফেম, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র (বিআইসিসি), ঢাকা-তে ভার্চুয়াল ও ভৌত কাঠামোর সংমিশ্রণে শেখ রাসেল "দীপ্ত জয়োল্লাস, অদম্য আত্মবিশ্বাস" শীর্ষক জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক এমপি। সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন জনাব সামি আহমেদ, পলিসি এ্যাডভাইজার, এলআইসিটি প্রকল্প।

চিত্র: জাতীয় সেমিনার

ক্রোড়পত্র:

শেখ রাসেল দিবস
শেখ রাসেল দীপ্ত জয়োল্লাস
অদম্য আত্মবিশ্বাস
১৯৬৪,
১৯৬৬,
১৯৬৯,
১৯৭১,
১৯৭৫,
www.sheikhrussel.gov.bd

শেখ রাসেল ওয়েবসাইট:

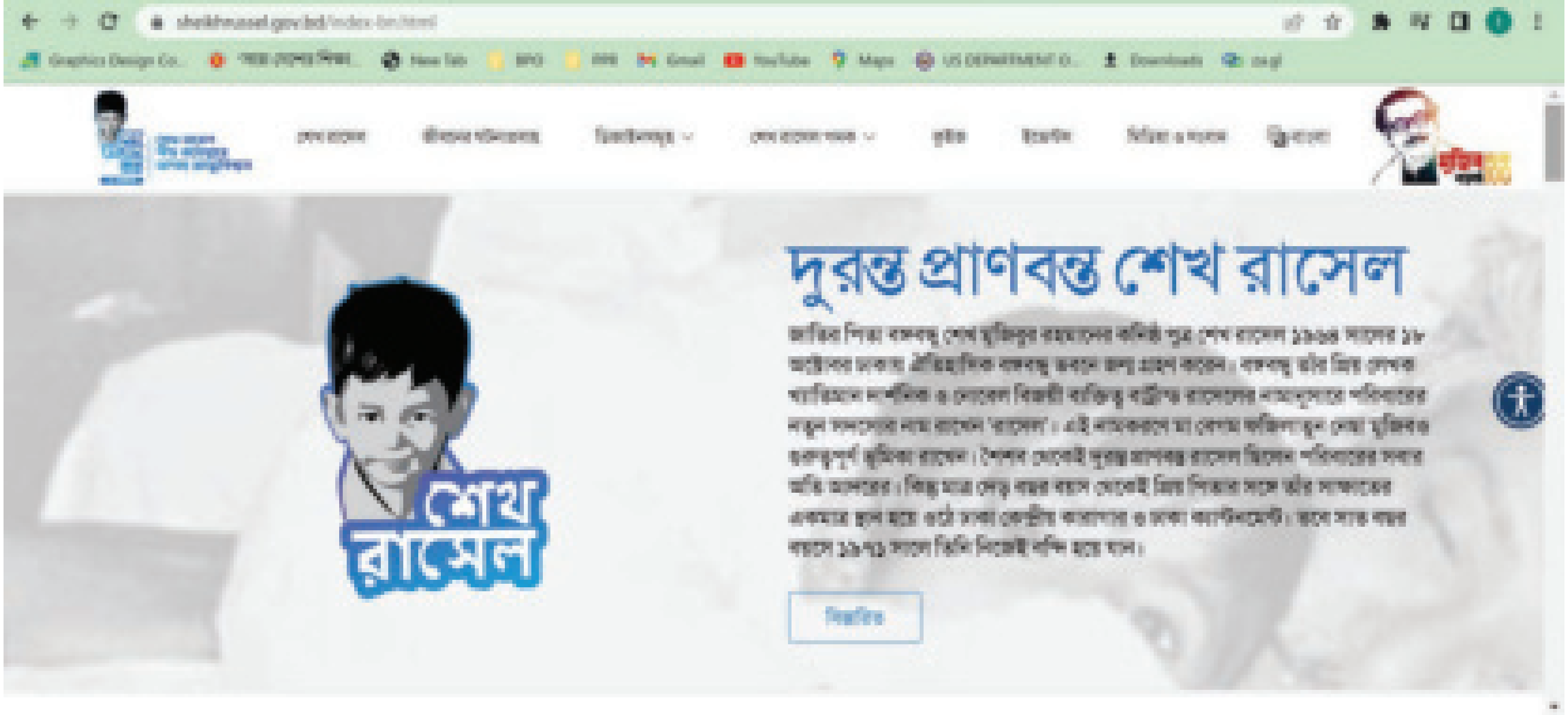

১১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রকল্প (চলমান ও প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহ

ক্রম	চলমান	প্রস্তাবিত
১.	হার-পাওয়ার (২য় পর্যায়): প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন
২.	শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	Digitalization of Islands, Beel and Haor (DIBH)
৩.	Establishing Digital Connectivity (EDC)	দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ডিজিটাল কন্টেন্ট শিল্প সমৃদ্ধকরণ
৪.		Digital Opportunity for Youth (DOY)

১২ চলমান প্রকল্পসমূহ

১২.১ ‘হার পাওয়ার প্রকল্প (Her Power Project) : প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন)

নাম	**“হার পাওয়ার প্রকল্প** (Her Power Project) **: প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন** ” (Her Power Project : Empowerment of Women Through ICT Frontier Initiative)
মেয়াদ	০১ জুলাই ২০২২ খ্রি. হতে ৩০ জুন ২০২৫ খ্রি.
প্রাক্কলিত ব্যয়	২৫০,০২.৫২ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)
প্রকল্প এলাকা	৪৪ টি জেলার ১৩০ টি উপজেলা (নরসিংদী, গাজীপুর, শরীয়তপুর, নারায়ণগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, ফেনী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, জয়পুরহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, নড়াইল, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা, বাগেরহাট, ঝিনাইদহ, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, ভোলা, বরগুনা, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, নীলফামারী, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও, রংপুর, কুড়িগ্রাম, শেরপুর, নেত্রকোণা)

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোত্তম নিরাপদ ব্যবহার করে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও উদ্যোক্তা হিসাবে তাদের টেকসই ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

৪৩টি জেলার সদর উপজেলাসহ মোট ৩টি উপজেলা ও রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাসহ মোট ১৩০ টি উপজেলায় তথ্য প্রযুক্তিতে নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে তিনটি ক্যাটাগরিতে মোট ২৫,১২৫ জন নারীকে ০৫ (পাঁচ) মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান

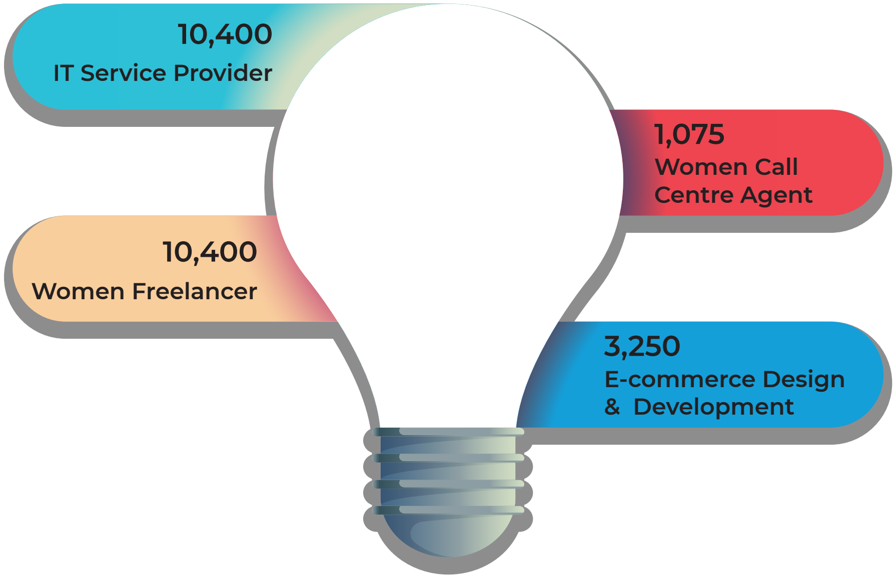

(গ) বাস্তবায়ন অগ্রগতি

চলমান	প্রস্তাবিত
০৩/০৭/২২	২০.০০.০০০০.৪১১.১৪.০৬৬.২২-২২৭ স্মারকে পরিকল্পনা বিভাগের একনেক শাখা-১ এর অনুমোদন।
০৭/০৭/২২	৫৬.০০.০০০০.০৪৩.১৪.০৩৬.২২.১৪০ স্মারকে আইসিটি বিভাগের প্রশাসনিক অনুমোদন।
০৭/০৭/২২	৫৬.০৪.০০০০.০০৪.১৪.০০৮.২২-২ স্মারকে অধিদপ্তর থেকে প্রকল্পটি সি থেকে এ ক্যাটাগরিতে আনয়নেরর জন্য আইসিটি বিভাগ বরাবর পত্র প্রদান।
১৪/০৭/২২	৫৬.০০.০০০০.০৪১.১৪.০১০.২২.১৮৫ স্মারকে আইসিটি বিভাগ থেকে প্রকল্পটি সি থেকে এ ক্যাটাগরিতে আনয়নেরর জন্য অর্থ বিভাগ বরাবর পত্র প্রদান।
২৫/০৭/২০২২	৫৬.০৪.০০০০.০০৪.১৪.০০৮.২২-২ স্মারকে প্রকল্পটির বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এবং কর্মপরিকল্পনা প্রকাশিত হয়েছে।
০৭/০৮/ ২০২২	৫৬.০৪.০০০০.০১২.১৪.০০৮.১৯.২৯ স্মারকে আইসিটি বিভাগের থোক হতে বরাদ্দ চেয়ে পত্র প্রদান।
১০/০৮/২০২২	SP-26, SP-27, SP-28, SP29, SP-30 প্যাকেজগুলো ডকুমেন্টস প্রস্তুতিমুলক কার্যক্রম সম্পূর্ণকরণ।

১২.২ শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়) ((Establishment of Sheikh Russel Digital Labs Project (Phase-2))

উদ্দেশ্য

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সারাদেশে আইসিটি শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন, আইসিটির নিত্যনতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ:

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

সারা দেশে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর মাধ্যমে ৫০০০টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ও ৩০০টি শেখ রাসেল স্কুল অফ ফিউচার স্থাপনের নিমিত্ত সকল জেলায় কম্পিউটার ও আসবাবপত্র সরবরাহের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি: ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ ৯,৮১,০০,০০০ (নয় কোটি একাশি লক্ষ) টাকা। ৮৫% হিসেবে অবমুক্ত ৮,৩৩,৮৫,০০০ (আট কোটি তেত্রিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার) টাকা। ব্যয়ের পরিমাণ ৮.৩২,১০,০০০ (আট কোটি বত্রিশ লক্ষ দশ হাজার) টাকা। যা শতকরা হিসেবে ৯৯.৮৮%।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের আরএডিপিতে গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৩৬৮, ৯৮, ০০,০০০ লক্ষ টাকার বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় করা হয়েছে ৩৬৮,৯৩,০০,০০০ টাকা । যা শতকরা হিসেবে ৯৯.৯৯%

সকল বিভাগে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবের মালামাল প্রেরণ সম্পন্ন করার জন্য ইতোমধ্যে ৫০০০টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবে ৮৫,০০০টি ল্যাপটপ, ৪৯৯৫টি ল্যাবে আসবাবপত্র সরবরাহের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে । শেখ রাসেল স্কুল অব ফিউচার স্থাপনের জন্য নির্বাচিত ৩০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৯০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল স্মার্ট বোর্ড সরবরাহ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে দ্রুত মালামাল পৌঁছানোর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এডিপি বরাদ্দ শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করার জন্য বর্তমান ২০২২-২০২৩ অর্থবছর্থরে বরাদ্দকৃত ২৫০,০০,০০,০০০/-(দুইশত পঁঞ্চাশ কোটি) টাকার মধ্যে ৪৭,১২,৯৫,০০০/-(সাতচল্লিশ কোটি বার লক্ষ পঁচানব্বই হাজার) টাকা ব্যয় করা হয়েছে। যা শতকরা হার (১৮.৮৫%)।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কর্তৃক জারিকৃত কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্প দপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১২.৩ ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন (Establishing Digital Connectivity)

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার আইসিটিকে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ রূপকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত জ্ঞানভিত্তিক ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মানবসম্পদ উন্নয়ন, নাগরিকের জন্য অর্থবহ ডিজিটাল সংযোগ কাঠামো স্থাপন, জনগণের দোরগোড়ায় নাগরিক সেবা পৌঁছে দেয়া এবং বেসরকারি খাতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার, ভিশন ২০২১, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ বাস্তবায়নের নিমিত্ত সারাদেশে ডিজিটাল কানেকটিভিটি আবশ্যক। বিশেষ করে প্রান্তিক পর্যায়ে বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ক্লিনিক, সরকারি-বেসরকারি অফিসসমূহে দ্রুত, নিরাপদ এবং কার্যকর ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করা জরুরি। ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মকৌশল এ ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ১০০ ভাগ ব্রডব্যান্ড সুবিধা নিশ্চিত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দেশের প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত কানেক্টিভিটি পৌঁছে দেয়াসহ একটি আইসিটি প্ল্যাটফর্ম স্থাপনের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক ‘Establishing Digital Connectivity (EDC)’ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশের সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চগতিসম্পন্ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত হবে; প্রান্তিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীসহ সকলের তথ্য-প্রযুক্তি সম্পর্কিত জ্ঞান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে; উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষায়িত জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং সর্বোপরি Civil Registration Vital Statistics (CRVS) সংশ্লিষ্ট সেবাসহ প্রশাসনিক কার্যক্রমে ই-গভর্ন্যান্স প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হবে। প্রকল্পটি সার্বিক অর্থে সকল নাগরিকের জন্য ডিজিটাল সেবা গ্রহণ, জ্ঞানভিত্তিক দক্ষ সমাজ গঠন এবং কর্মসংস্থান ও নতুন কাজ সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি ‘আমার গ্রাম আমার শহর’ ও ‘তারুণ্যের শক্তি বাংলাদেশের সমৃদ্ধি’ বাস্তবায়নেও প্রকল্পটি বড় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

গত ২৩ নভেম্বর ২০২১ খ্রি. তারিখে প্রকল্পটি একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি চীন সরকারের ঋণ সহায়তায় বাস্তবায়ীত হবে। এটি বিগত ১৬ অক্টোবর ২০১৬ সালে চীনের রাষ্ট্র প্রধানের বাংলাদেশে সফরকালে স্বাক্ষরিত ২৭টি অগ্রধিকার প্রকল্পের মধ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগী চীন সরকারের মনোনিত China Railway International Group (CRIG) এর সাথে গত ২৫ মে ২০২২ খ্রি. তারিখে প্রল্পের বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

China Railway International Group (CRIG) এর সাথে প্রকল্পের বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চট্টগ্রাম এ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন অবহিতকরণ সেমিনার

এক নজরে প্রকল্পের তথ্যাদি:

ক.	প্রকল্পের নাম	“ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন প্রকল্প”
খ.	১) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ:	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
	২) বাস্তবায়নকারী সংস্থা	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
গ.	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	ডিসেম্বর ২০২১ - নভেম্বর ২০২৫
ঘ.	প্রকল্প ব্যয়	৫৮৮৩.৭৩৮৭ কোটি টাকা। (১০০%)
ঙ.	জিওবি	২৫০৫.১৬২২ কোটি টাকা (৪২.৫৮%)
চ.	প্রকল্প ঋণ	৩৩৭৮.৫৭৬৫কোটি টাকা (৫৭.৪২%) (৪০২.৬৯ মিলিয়ন USD)
ছ.	প্রকল্প এলাকা	সমগ্র বাংলাদেশ

জ.	প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য	সরকারের সেবাসমূহকে ই-সেবায় রূপান্তরের মাধ্যমে জনগণের কাছে দ্রুত ও সহজে পৌঁছে দেয়া এবং সকল ক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় আইসিটি অবকাঠামো স্থাপন।
ঝ.	একনেক কর্তৃক অনুমোদন	২১ নভেম্বর ২০২১
ঞ.	একনেক কর্তৃক জিও ইস্যু	৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২
ট.	আইসিটি বিভাগ কর্তৃক জিও ইস্যু	৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২

প্রকল্পের স্কোপসমূহ:

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে ৫৫৫ জন জনবল নিয়োগের জন্য গত ৫/৮/২২ খ্রি. তারিখে EIO প্রকাশ করা হয়েছে।
- ২৮ ব্যক্তি পরামর্শকের ৪ জনের নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে।
- ১,০৯,২৪৪টি এন্ড ইউজার কানেক্টিভিটি স্থাপনের নিমিত্ত ২২/০৮/২০২২ খ্রি. তারিখে ৮টি প্যাকেজে ৩৭টি লটে দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
- SRDL ল্যাব স্থাপনের জন্য ল্যাবের আবেদন গ্রহণের জন্য আবেদন গ্রহণ Application তৈরি করা হয়েছে।
- ১ম পর্যায়ে ২৪৩টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবনে একতলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের জন্য MoU স্বাক্ষর করা হবে।
- সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ৫৭টি বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপনের নিমিত্ত ফোকাল পারসনদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় ল্যাব স্পেস ও আনুষাঙ্গিক বিষয়ে মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিবাহ ও তালাক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম [বন্ধন] এর খসড়া Application উপস্থাপনের জন্য তৈরি করা হয়েছে।
- DoICT#21 Tower এর জন্য বাংলাদেশের ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ২০০৮ অনুযায়ী C-3 টাইপ ভবনের জন্য Floor Area Ratio (FAR) ক্যালকুলেশন করা হয়েছে। LEED প্লাটিনাম সার্টিফিকেট নেবার জন্য এর প্রক্রিয়া সম্পর্কে ফ্লো চার্ট তৈরি করা হয়েছে।

১৩

প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ

১৩.১ তরুণদের জন্য ডিজিটাল সুযোগ তৈরি (Digital Opportunity for Youth (DOY))

প্রকল্প পরিচিতি

নাম	ডিজিটাল অপর্চুনিটি ফর ইয়ুথ (Digital Opportunity for Youth (DOY))
মেয়াদ	জুলাই ২০২২ খ্রি. - জুন ২০২৪ খ্রি.
প্রাক্কলিত ব্যয়	৪২৫১.৬৭ (লক্ষ টাকা)
প্রকল্প এলাকা	সমগ্র বাংলাদেশ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

কার্যাবলীঃ

ডিজিটাল অপর্চুনিটি ফর ইয়ুথ (DIGITAL OPPORTUNITY FOR YOUTH)

একটি গবেষণা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরী এবং সমৃদ্ধকরণ। ৩ শতাধিক প্রাতিষ্ঠানিক গবেষককে প্রশিক্ষণ প্রদান, দুই সহস্রাধিক তরুণ গবেষককে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রচারণার মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারদের অবহিতকরণ। দেশের ১০টি সরকারি/বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে ডিজিটাল কিয়োস্ক স্থাপন।

গবেষণা এবং উন্নয়নের মাধ্যমে একটি শিক্ষা সনদপত্র যাচাইকরণ প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন এবং প্রাথমিকভাবে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং দুটি প্রশিক্ষণ সনদপত্র প্রদানকারী সরকারি কার্যালয়ে বাস্তবায়ন। প্লাটফর্মটি ব্যবহারের জন্য ২০০ জন ব্যবহারকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান। তৈরিকৃত প্ল্যাটফর্মটির আরো উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা।

৩৭৫ জন তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক ৩০০ জন দক্ষ স্মার্ট স্বাস্থ্যকর্মী তৈরী, এবং তাদের মাধ্যমে প্রত্যন্ত ও সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানো, অসংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবার ধারণা তৈরি, মাঠপর্যায় হতে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবাগ্রহীতাদের তথ্য-উপাত্ত লাভ এবং সচেতনতা সৃষ্টি।

ঘরে বসে ইন্টারনেট ব্যবহার করে ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান বিতরণের উপযোগী ইন্টার‍্যাক্টিভ ই-কমার্স লার্নিং প্ল্যাটফর্ম তৈরী এবং প্রচলনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ব্যবসা পরিচালনা সহজিকরণ।

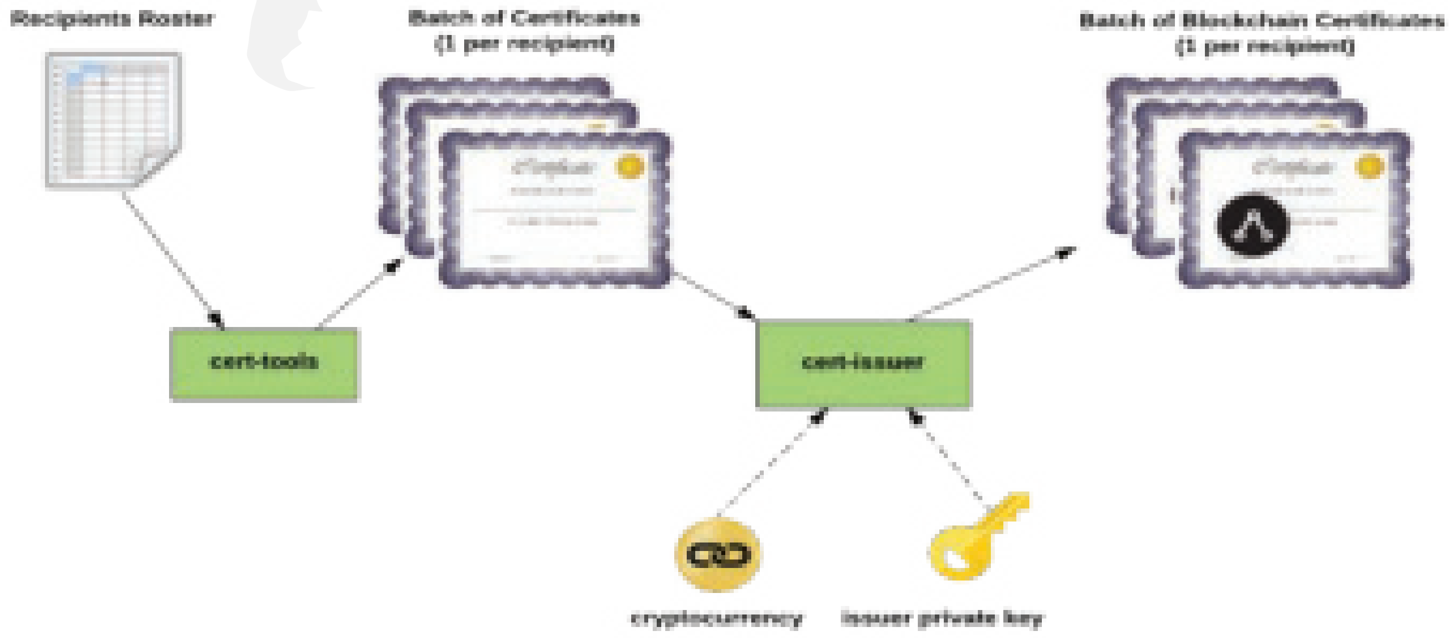

চিত্র: ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং দুইটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে সনদপত্র যাচাইকরণ প্ল্যাটফর্মের প্রবর্তন।

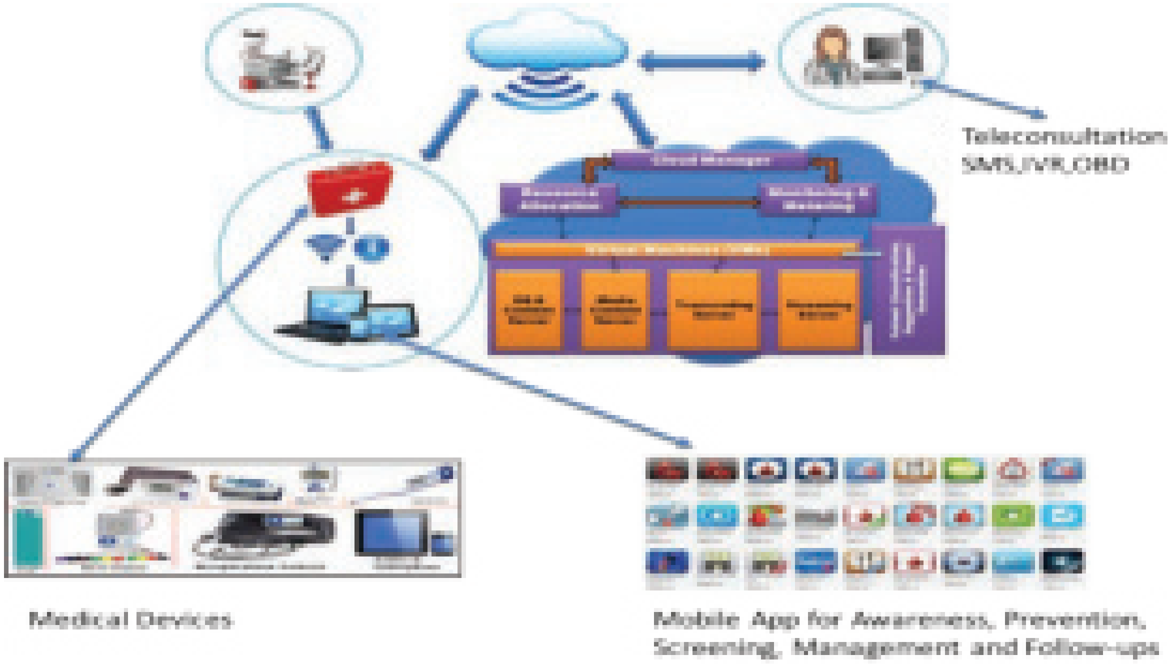

চিত্র: প্রান্তিকে ডিজিটাল হেল্থ মনিটরিং ও সেবাদানের প্রচলনের মাধ্যমে অসংক্রামক ব্যাধিজনিত মৃত্যুহার হ্রাস

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

গত ৩০ মার্চ ২০২২ তারিখ, সকল ১০ ঘটিকায়, অনলাইনে পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ এর সদস্য (সচিব) মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০ এপ্রিল ২০২২ তারিখে উক্ত সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গিয়েছে। উক্ত সভার নির্দেশনা অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ চলমান রয়েছে।

১৩.২ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন (Establishment of Sheikh Russel Digital Labs in Primary Schools)

প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	
ক) আরম্ভ	অক্টোবর- ২০২২ খ্রি.
খ) সমাপ্তি	সেপ্টেম্বর- ২০২৪ খ্রি.
সম্ভাব্য বাজেট	৯৪৮.৫৭৯৭ কোটি টাকা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি শিক্ষার ব্যবহারের মাধ্যমে সৃজনশীল, কোডিংয়ে দক্ষ এবং আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে উন্নত বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তোলার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন।

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা:

১. সারাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিশেষায়িত কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষায় আইসিটি ব্যবহারের সুযোগ তৈরিপূর্বক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি এবং যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন।

২. ডিজিটাল শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামোসমূহে প্রবেশাধিকার (Access) সহজলভ্যকরণের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের আইসিটি ক্ষেত্রে জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি।

৩. অত্যাধুনিক আইসিটি সুযোগ সুবিধা সম্বলিত স্কুল অব ফিউচার নির্মাণ।

৪. আইসিটি, ইংরেজি ও পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন বিষয়ে ইন্টার‌্যাকটিভ ডিজিটাল কনটেন্ট প্রস্তুত করা।

৫. সভা/সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন, প্রচার ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে আইসিটি, Netiquette, Cyber Security এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় আগ্রহ ও সচেতনতা সৃষ্টি।

৬. তত্ত্বাবধান, পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন এবং গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্পের ফলাফল টেকসইকরণের জন্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন।

প্রকল্পের অবস্থান:

প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন আছে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক. প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাইয়ের নিমিত্ত IIFC এর সাথে গত ২৬/১২/২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং চুক্তির শর্ত অনুযায়ী প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষার খসড়া (Draft feasibility study report) প্রতিবেদন গত ২১ আগস্ট ২০২২ তারিখে পাওয়া গিয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষার চূড়ান্ত প্রতিবেদন পাওয়ার লক্ষ্যে IIFC কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

খ. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর (MoU) করার নিমিত্ত প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রকল্পের অবস্থান:

প্রকল্পটির অনুমোদিত সার-সংক্ষেপ পরিকল্পনা কমিশনের একনেক শাখায় প্রেরিত হয়েছে এবং প্রকল্পটি বর্তমানে ECNEC সভায় উপস্থাপনের জন্য অপেক্ষাধীন রয়েছে

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

প্রকল্পটির অনুমোদিত সারসংক্ষেপ গত ২৯ মার্চ, ২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের একনেক শাখায় প্রেরিত হয়েছে এবং পরবর্তী একনেক সভায় উপস্থাপনের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে।

১৩.৩ দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ডিজিটাল কনটেন্ট শিল্প সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প
Accelerating & Capacity Development of Digital Content Industry in Bangladesh Project

প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	
শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ
জুলাই ২০২২	ডিসেম্বর ২০২৫
সম্ভাব্য বাজেট	
মোট	৩১১.২২৭৬ কোটি টাকা
জিওবি	৩১১.২২৭৬ কোটি টাকা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

বিশ্বমানের ডিজিটাল কনটেন্ট প্রস্তুতকরণে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা:

- ডিজিটাল কনটেন্ট বিষয়ক কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি।
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
- ডিজিটাল কনটেন্ট শিল্পের প্রসারে সরকারি পর্যায়ে একটি ডিজিটাল কনটেন্ট প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুতকরণ।
- গবেষণার মাধ্যমে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিসমূহের সমন্বয়ে দেশীয় ডিজিটাল কনটেন্ট শিল্প আধুনিকীকরণ।
- ডিজিটাল কনটেন্ট বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।

১৩.৪ Digitalization of Islands, and Beel, Haor (DIBH)

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে আইসিটি বিভাগ অগ্রাধিকারভিত্তিক চারটি স্তম্ভ যথাক্রমে মানবসম্পদ উন্নয়ন, অর্থবহ ডিজিটাল সংযোগ প্রতিষ্ঠা, ই-গভর্নেন্স ও তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক ব্যক্তিখাতকে উৎসাহিত করার জন্য নিরালসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় দুর্গম এলাকায় ইন্টারনেট সংযোগ পৌঁছে দিতে ডেনমার্ক সরকারের আর্থিক আনুকুল্যে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত দ্বীপসমূহ, দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত হাওর সংলগ্ন অঞ্চলসমূহ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বিল সংলগ্ন অঞ্চলসমূহে বসবাসকারীদের তথ্য প্রযুক্তিসহ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জীবনমান উন্নয়নে ডেনমার্ক সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর “Digitalization of Islands, and Beel, Haor (DIBH)” শীর্ষক প্রকল্প প্রণয়নের কার্যক্রম চলছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ফাইবার অপটিক্যাল ক্যাবলের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ে উচ্চ গতির ডিজিটাল কানেক্টিভিটি স্থাপন, ১০০+ টেকনিক্যাল রিসোর্স সেন্টার স্থাপন (Bangladesh Denmark Service Employment & Training Center (BD-SET)), মানব সম্পদ উন্নয়নসহ স্থানীয় ই-সেবা সর্ম্পকিত সমস্যা সমাধানকল্পে আইসিটিভিত্তিক উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহার।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

প্রকল্পের Feasibility Study এর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

Ramball এবং DSIF প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে প্রকল্পের Feasibility Study কার্যক্রমের পরিকল্পনা করা হচ্ছে।

Site visit at construction for the new 15 MW power plant at Hatiya Island

১৪ সাম্প্রতিক অর্জনসমূহ

১৪.১ 'সুরক্ষা' কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

করোনাভাইরাস মহামারি সারা বিশ্বকে পাল্টে দিয়েছে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে প্রথম করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে। এরপর আস্তে আস্তে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ২০২০ সালের ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়। এরপর সময় যত গড়িয়েছে সংক্রমণ তত বেড়েছে।

২০২০ সালের শেষের দিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনা ভাইরাসের টিকার অনুমোদন দেয়। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যেও বাংলাদেশের মতো একটি ক্ষুদ্র দেশ টিকার স্বপ্ন দেখা শুরু করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। গত ২১ জানুয়ারি ২০২১ ভারতের দেওয়া উপহার হিসেবে ২০ লাখ ডোজ করোনার টিকা বাংলাদেশে এসে পৌঁছায়। এর পরপরই ২৩ জানুয়ারি চুক্তির ৩ কোটি ডোজ টিকার প্রথম ২০ লাখ বাংলাদেশে এসে পৌঁছায়।

টিকা বাংলাদেশে এসে পৌঁছানোর পরপরই জনমনে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় যে কীভাবে এই টিকা মানুষের মধ্যে প্রয়োগ করা হবে। জনমনের সব বিভ্রান্তি দূর করে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ এর অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রোগ্রামারদের একটি দল নিজস্ব উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" www.surok-kha.gov.bd সিস্টেমটি প্রস্তুত করেছে। প্রস্তুতকৃত সুরক্ষা সিস্টেমটি সরকারের কোন অর্থ ব্যয় ছাড়া প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এটি ব্যবহারের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে সরবরাহ করা হয়েছে। নাগরিক নিবন্ধন ও ভ্যাক্সিন প্রদানসহ ভ্যাক্সিনেশন কার্যক্রমের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সুরক্ষা সিস্টেমটি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ব্যবহার করতে পারবে।

চিত্র ৪৯ : কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন প্রদান কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

উক্ত সিস্টেমটির উন্নয়ন এবং পরিচালনায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর একসাথে কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এম পি, অত্র বিভাগের সুযোগ্য সিনিয়র সচিব এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সরাসরি এই সিস্টেমটির উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনা করেন। সুরক্ষা সিস্টেমটির মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ৩ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষ তাদের নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের তৈরিকৃত surokkha.gov.bd নামের একটি ওয়েবসাইট ও "সুরক্ষা" নামের android mobile app করোনাভাইরাসের টিকা প্রদানের রেজিস্ট্রেশন এবং টিকা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং ব্যবস্থাপনার জন্য অনলাইণে সিস্টেম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সুরক্ষা একটি সরকারি ওয়েবসাইট। টিকা গ্রহণে আগ্রহীরা এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র ও ফোন নম্বর ব্যবহার করে নিবন্ধন করেন। অনলাইনে নিবন্ধনের পর একটি টিকা কার্ড প্রদান করা হয়, সেটি প্রিন্ট করে নিজের কাছে সংরক্ষণ করতে হয় এবং টিকা গ্রহণের সময় সেটি প্রদর্শন করতে হয়। এরপর অনলাইনে নিবন্ধনকৃত তথ্য যাচাইপূর্বক পর্যায়ক্রমে টিকা প্রদানের তারিখ ও কেন্দ্রের নাম উল্লেখপূর্বক মুঠোফোনে বার্তা পাঠানো হয়। বার্তা প্রাপ্তি সাপেক্ষে নির্ধারিত তারিখে টিকাদান কেন্দ্রে গিয়ে করোনার টিকা গ্রহণ করা যায়। এভাবে খুব সহজে একজন ব্যক্তি সুরক্ষা ওয়েবসাইটে নিবন্ধনের মাধ্যমে টিকা গ্রহণ করতে পারছেন। অনেকেই বলছেন, সরকারের সবচেয়ে স্বচ্ছ এবং সুশৃঙ্খল একটি সেবা হচ্ছে এই করোনা টিকাদান সেবা, যেখানে কোনো ধরণের ঝামেলা বা হয়রানির শিকার না হয়েই টিকা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশি প্রযুক্তিবিদদের ধারণার ওপর ভিত্তি করে এই অসাধারণ সুরক্ষা নামের ওয়েবসাইটটি তৈরি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সুশৃঙ্খলভাবে টিকা প্রদান করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে এত সুন্দর ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশে সচরাচর আর কোথাও দেখা যায়নি নিকট অতীতে।

সুরক্ষা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় টিকা প্রদানের মতো এত বড় একটি জটিল বিষয়কে খুব সহজভাবে পৌঁছে দেওয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বিশাল একটি অর্জন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঠিক নেতৃত্ব ও সময়োচিত পদক্ষেপের কারণেই আজ বাংলাদেশের মানুষ বিনামূল্যে টিকা গ্রহণ করছে।

চিত্র ৫১ : কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে সুরক্ষা অ্যাপ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এম পি মহোদয়ের সাথে সুরক্ষা টিমের সদস্যবৃন্দ

চিত্র ৫২ : কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে সুরক্ষা অ্যাপ বিষয়ে মতবিনিময় করছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এম পি

সুরক্ষা প্ল্যাটফর্ম প্রমাণ করে দিয়েছে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে সরকারি সেবা সহজীকরণ ও দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় সুরক্ষা ওয়েবসাইটটি এবং টিকা প্রদানের পুরো প্রক্রিয়াটি বাংলাদেশে সরকারি সেবা সহজীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের একটি অনন্য উদাহরণ এবং রোল মডেল। বিশ্বের অন্যান্য দেশ বাংলাদেশের সাফল্যকে তাদের পথচলার পাথেয় হিসেবে ব্যবহার করবে এবং টিকাদান প্রক্রিয়াকে আরও সহজীকরণ করবে।

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম [সুরক্ষা]

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম [সুরক্ষা] ”- নাগরিক সেবা সহজিকরণের এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন এর জন্য যোগ্য বাংলাদেশি নাগরিকদের একটি সুষ্ঠু ডিজিটাল সিস্টেমে তথ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অত্যন্ত সহজভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ভ্যাক্সিনেশন কার্যক্রম করা সম্ভব হচ্ছে।

সরকারি জনবল ও সম্পদের সঠিক সমন্বয়ে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রস্তুতকৃত “সুরক্ষা” সিস্টেমটি যেমনিভাবে দেশের বিপুল অর্থ সাশ্রয় করতে সাহায্য করেছে তেমনিভাবে বৈদেশিক সফটওয়্যার প্রযুক্তির নির্ভরশীলতা কমাতে সক্ষম হয়েছে।

প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে বৈশ্বিক এই মহামারিতে কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিনেশন কার্যক্রম "সুরক্ষা" সিস্টেমের মাধ্যমে অত্যন্ত সহজতর হয়েছে যা দেশ ও বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ তথা দেশের ভাবমূর্তি বহির্বিশ্বের কাছে উজ্জ্বল করেছে।

ইতোমধ্যে প্রায় ১০ কোটি নাগরিক এই সিস্টেমে নিবন্ধনের মাধ্যমে ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছেন।

প্রেক্ষাপট:

করোনাভাইরাস মহামারি বিশ্বকে পাল্টে দিয়েছে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। এরপর আস্তে আস্তে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ২০২০ সালের ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। করোনা ভাইরাসের প্রভাবে বিশ্ব অর্থনীতিতে বিরুপ প্রভাব পড়লেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় এর হাত ধরে মাননীয় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি এর অক্লান্ত পরিশ্রমে ডিজিটালি প্রস্তুত ছিল বলেই প্রযুক্তির সহায়তায় স্থবির হয়ে যায়নি বাংলাদেশের অর্থনীতি। চিকিৎসা, লেখাপড়া, অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য সকল কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে প্রযুক্তির সহায়তায়।

ভ্যাকসিন বাংলাদেশে পৌঁছানোর পূর্বেই “জাতীয় কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন কমিটি” আলোচনা করে কিভাবে এই টিকা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে প্রয়োগ করা হবে, কিভাবে সংরক্ষিত থাকবে তথ্য, কিভাবে পাওয়া যাবে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন সম্পর্কিত নানাবিধ পরিসংখ্যান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস ও আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এনএম জিয়াউল আলম পিএএ এর নেতৃত্বে এবং জেলা প্রশাসক, ঢাকা জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম এর তত্ত্বাবধানে আইসিটি অধিদপ্তরের ৫জন প্রকৌশলীর দল নিজস্ব উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় সরকারের কোন অর্থ ব্যয় ছাড়াই কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম “সুরক্ষা” প্রস্তুত করে।

করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন সংগ্রহের শুরু থেকেই এই টিম কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নিয়ে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট শুরু করে। উল্লেখ্য, এই টিম ইত:পূর্বে Central Aid Management System (CAMS) তৈরি করে, যার মাধ্যমে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবকালীন সময়ে করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ ৫০ লক্ষ পরিবারের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ হতে মানবিক সহায়তা ২৫০০/- টাকা করে নগদ অর্থ প্রদান কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে দ্রুততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়।

২০২০ সালের শেষের দিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনাভাইরাসের টিকার অনুমোদন দেয়। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে টিকার স্বপ্ন আমরা দেখতে শুরু করি। টিকা কেনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা যেন জনগণের ভালোবাসার প্রতিদান। আর তাই তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকা ভ্যাকসিন প্রাপ্তির জন্য অগ্রিম চুক্তি স্বাক্ষর করেন যাতে টিকা এলেই বাংলাদেশের জনগণ তা পায়।

ছবি-মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, সিনিয়র সচিব আইসিটি বিভাগ, সিনিয়র সচিব স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে "সুরক্ষা" উন্নয়ন অগ্রগতি নিয়ে বৈঠক

আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এমপি মহোদয়ের সার্বিক দিকনির্দেশনায় তৈরি হয় বিশ্বমানের কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা", যা ইত:মধ্যে দেশে এবং বিদেশে বিপুল প্রশংসা অর্জন করেছে, যা ডিজিটাল বাংলাদেশের সক্ষমতাকে প্রমাণ করে, যা ডিজিটাল বাংলাদেশ তথা দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

নাগরিক নিবন্ধন ও ভ্যাক্সিন প্রদানসহ ভ্যাক্সিনেশন কার্যক্রমের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় "সুরক্ষা" সিস্টেমটি ব্যবহৃত হচ্ছে। গত ২০২১ সালের ২৫শে জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে সিস্টেমটি ব্যবহার এর জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

ছবি- ২৫-জানুয়ারি-২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে "সুরক্ষা" সিস্টেম আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা।

২৭শে জানুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে ভ্যাক্সিনেশন কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। ৭ই ফেব্রুয়ারি হতে এই সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে দেশব্যাপী কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়।

উক্ত সিস্টেমটির উন্নয়ন এবং পরিচালনায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর একসাথে কাজ করে যাচ্ছে।

ছবি- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭-জানুয়ারি-২০২১ তারিখে টিকাদান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

“সুরক্ষা” এর উদ্দেশ্যসমূহ -

- ভ্যাকসিন ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারপূর্বক সংশ্লিষ্ট সেবা ক্ষেত্রে দ্রুততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
- সরকারি জনবলের মাধ্যমে সরকারি সেবার মান উন্নয়ন।
- শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণপূর্বক কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম Online Self-Registration এর মাধ্যমে নাগরিকদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ।
- বৈদেশিক প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীলতা কমানো।
- এই ডাটাবেজ ব্যবহার করে ভবিষ্যতে হেলথ ডাটাবেজ তৈরি করা।
- ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী পর্যন্ত প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়া।

উদ্যোগটি শুরু/বাস্তবায়নের সময়কাল: - (২০২০-কার্যক্রম চলমান)

২০২০ সালে বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়। ঠিক তখনই বর্ণিত টিম কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নিয়ে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট শুরু করে।

পরবর্তীতে “জাতীয় কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন কমিটি” এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ২০২০ এর ডিসেম্বর মাসে এই দলটি নিজস্ব উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় সরকারের কোন অর্থ ব্যয় ছাড়াই কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম “সুরক্ষা” প্রস্তুত করে।

ছবি- মাননীয় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলক এমপি প্রথম দিনেই ভ্যাকসিন গ্রহণ করছেন।

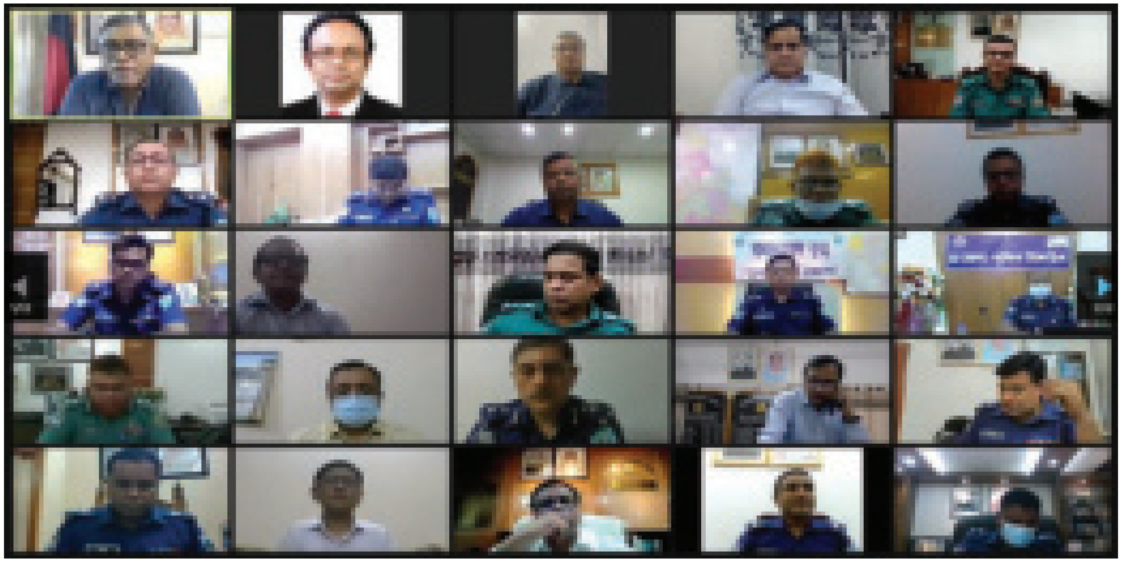

ছবি- মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, সিনিয়র সচিব আইসিটি বিভাগ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের সাথে ভার্চুয়াল বৈঠক

২০২১ সালের ২৫শে জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে সিস্টেমটি ব্যবহার এর জন্য উন্মুক্ত করা হয় এবং ২৭শে জানুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে ভ্যাক্সিনেশন কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। ৭ই ফেব্রুয়ারি হতে এই সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে দেশব্যাপী কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়।

কার্যক্রম:

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারপূর্বক সংশ্লিষ্ট সেবা ক্ষেত্রে দ্রুততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়। এই সিস্টেমের মাধ্যমে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন গ্রহণকারী সকল নাগরিকের একটি সচ্ছ ডাটাবেজ প্রণয়ন করা সম্ভব হবে। পরবর্তীতে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরণের পরিসংখ্যান এই ডাটাবেজ থেকে পাওয়া সম্ভব হবে।

এই সিস্টেমের মাধ্যমে একজন নাগরিকের ভ্যাকসিনের জন্য নিবন্ধন, টিকা কার্ড সংগ্রহ, ভ্যাকসিন গ্রহণের তথ্য সংরক্ষণ এবং চূড়ান্তভাবে ভ্যাকসিন সনদ গ্রহণ করতে পারে যা পরবর্তীতে বিদেশ ভ্রমণে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

বর্তমানে সুরক্ষা সিস্টেমে ১২ বছর বা তদুর্ধ বয়সী সকল নাগরিক ভ্যাকসিনের জন্য নিবন্ধন করতে পারছে। পর্যায়ক্রমে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন এর জন্য যোগ্য সকল নাগরিককে নিবন্ধনের আওতায় এনে ভ্যাকসিন প্রদান করা হবে।

ইতোমধ্যে প্রায় ১০ কোটি নাগরিক এই সিস্টেমে নিবন্ধনের মাধ্যমে ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছেন।

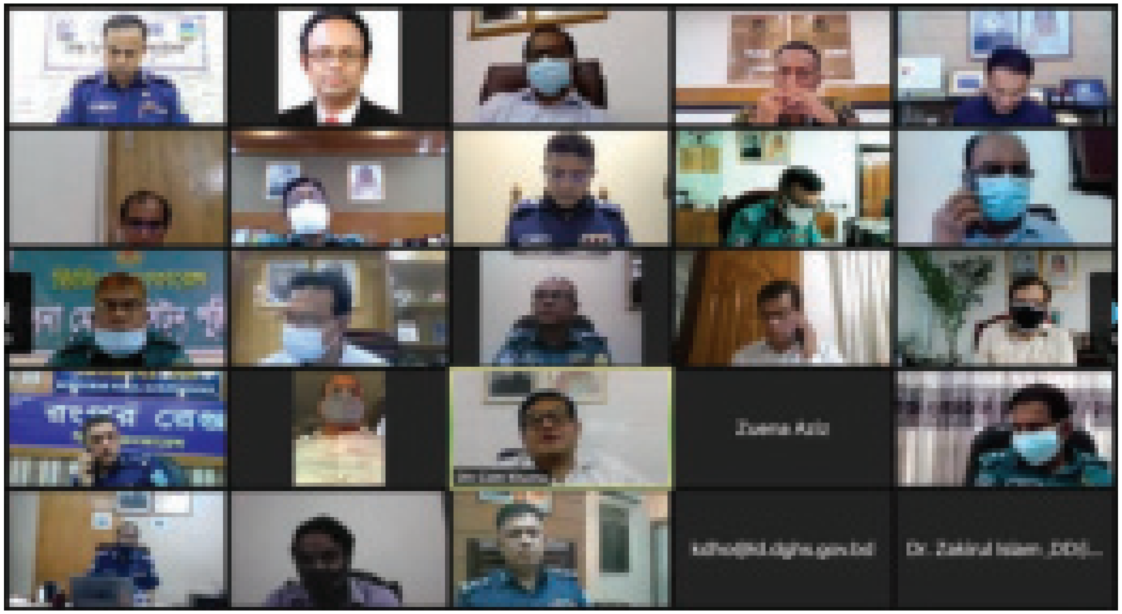

ছবি- মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, সিনিয়র সচিব আইসিটি বিভাগ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের সাথে ভার্চুয়াল বৈঠক

ছবি- আলজাজিরা নিউজে বাংলাদেশের ভ্যাকসিন ক্যাম্পেইন।

বিদেশগামী বাংলাদেশি কর্মী, বিদেশগামী বাংলাদেশি ছাত্র/ছাত্রী এবং বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি নাগরিকদের নিবন্ধন এবং ভ্যাকসিনেশন পররাষ্ট্র মন্ত্রানালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সুরক্ষা সিস্টেম ব্যবহার চলমান রয়েছে।

সৃষ্ট প্রভাব:

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" প্ল্যাটফর্মটি কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ব্যবস্থাপনায় এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারপূর্বক সংশ্লিষ্ট সেবা ক্ষেত্রে দ্রুততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেছে।

বাংলাদেশের লকডাউন এর ফলে প্রচুর পরিমাণে ইনফর্মাল ওয়ার্কার্স তৈরি হয়েছিল, অনেক মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছিল। কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন পাওয়ার পর তারা এখন তাদের কাজে ফিরছে।

গার্মেন্টস কর্মীদের কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন দেওয়ার মাধ্যমে, দেশের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক উৎস দ্রুত স্থিতিশীল হয়েছে।

অভিবাসী শ্রমিকরা আবার তাদের বিদেশি কাজে যোগ দিয়েছে। বাংলাদেশি কর্মীদের টিকা দেওয়ার ফলে তাদের বিদেশে যাওয়া এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিতে অবদান রাখা সহজ হয়েছে।

অর্থনৈতিক ক্ষতি থেকে পুনরুদ্ধার- বিশাল জনসংখ্যার উপর ব্যাপক টিকাকরণ পরিস্থিতি পরিবর্তন করেছে এবং নাটকীয়ভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতি পুনরুদ্ধার করেছে।

ছবি- আলজাজিরা নিউজে বাংলাদেশের ভ্যাকসিন ক্যাম্পেইন।

ছবি- "চ্যানেল ৭১" লাইভে "সুরক্ষা" এর সাফল্য এবং অর্জিত মাইলফলক সম্পর্কে আলোচনা।

শিক্ষার্থীরা এখন তাদের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যাচ্ছে। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মচারীদের টিকাদানের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হয়েছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা হচ্ছে। Covid-19 ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই কাজটিকে অনেক সহজ করে দিয়েছে।

বাল্যবিবাহ কমেছে- শিশুরা বেশির ভাগই মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছিল, তাদের জীবনে আগে কখনোই তারা এত দীর্ঘ সময়ের জন্য তাদের ঘরে বন্দী ছিল না । এখন সুরক্ষা সিস্টেমে নিবন্ধনের মাধ্যমে তাদের স্কুল ক্যাম্পাসে টিকা দেওয়ার ফলে পুনরায় স্কুলে যেতে পারছে।

এখন সুরক্ষা সিস্টেমের মাধ্যমে পুরুষ ও মহিলা সমানভাবে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন পাচ্ছে এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়েছে।

(সূত্র- ঢাকা ট্রিবিউন, ২৮ জুন ২০২১, প্রতিবেদন- World Bank, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, BILS, CPD, ইনস্টিটিউট অব হেলথ ইকোনমিক্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, Campaign for Popular Education (CAMPE), Brac James P Grant School of Public Health)

- ভ্যাকসিনের ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে।
- ভ্যাকসিন সনদ এর মাধ্যমে বিদেশগামী বাংলাদেশি নাগরিক, বিদেশগামী বাংলাদেশি কর্মী, বিদেশগামী ছাত্র-ছাত্রী ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিদেশ গমন সহজতর হয়েছে।
- এছাড়াও ভাসমান জনগণ, প্রতিবন্ধী, বাংলাদেশে বসবাসরত বিদেশি নাগরিক, ছাত্র-ছাত্রীদেরসহ বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের টিকা প্রদান সহজতর হয়েছে।
- করোনার কারণে দেশের অর্থনীতি, শিক্ষা, চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য থমকে যায়নি।
- ভ্যাকসিন ব্যবস্থাপনায় দেশের প্রায় সহস্র কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে।
- শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে সকল নাগরিককে টিকা প্রদানের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে।

সম্প্রসারণযোগ্যতা ও টেকসইযোগ্যতা:

উদ্যোগটি সম্প্রসারণযোগ্য এবং সিস্টেমটি customizable. বিভিন্ন চাহিদার ভিত্তিতে প্রতিনিয়ত সিস্টেমটি পরিবর্তন পরিবর্ধন করা হচ্ছে। ইত:মধ্যে উদ্যোগটি দেশে এবং বিদেশে বিপুল সুনাম অর্জন করেছে। কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় রূপান্তর থাকার কারণে এটি অতি সহজেই বহির্বিশ্বের অন্যান্য দেশ ব্যবহার করতে পারবে। অন্যান্য দেশের আগ্রহের ভিত্তিতে এই সিস্টেমটি ব্যবহারের জন্য প্রদান করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের সকল ধরণের টিকা কার্যক্রম এই সিস্টেমের মাধ্যমে সঠিক তথ্য ব্যবস্থাপনাপূর্বক পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

এই সিস্টেম বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রযুক্তি ব্যবহার করে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য ৩(সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ- সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ) এর লক্ষ্যমাত্রা ৩.৩ (২০৩০ সালের মধ্যে এইডস, যক্ষ্মারোগ, ম্যালেরিয়া ও উপেক্ষিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগসমূহের মহামারীর অবসান ঘটানো এবং হেপাটাইটিস, পানিবাহিত রোগ ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির মোকাবেলা করা) এবং এর লক্ষ্যমাত্রা ৩.৮ (সকলের জন্য অসুস্থতাজনিত আর্থিক ঝুঁকিতে নিরাপত্তা, মানসম্মত অপরিহার্য স্বাস্থ্যসেবা এবং সাশ্রয়ী মূল্যে নিরাপদ, কার্যকর, মানসম্মত আবশ্যক ঔষধ ও টিকা সুবিধা প্রাপ্তির পথ সুগম করাসহ সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্য অর্জন) বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

"সুরক্ষা" বাস্তবায়নের ফলে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য ৯ (শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো) এর লক্ষ্যমাত্রা ৯.৫ (২০৩০ সালের মধ্যে উদ্ভাবন কে উৎসাহিত করা এবং শিল্পখাতে প্রযুক্তিগত সক্ষমতার উন্নতি সাধন) অর্জন সম্ভব হবে।

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য ১১ (টেকসই নগর ও জনপদ) এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

এছাড়াও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য ১৬ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৫, ১৬.৬, ১৬.৭ এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য ১৭ এর ১৭.৬, ১৭.৭ ও ১৭.৮ লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অর্জন সম্ভব হবে।

জাতীয় আইসিটি নীতিমালা এর অধিকাংশ উদ্দেশ্যসমূহ (২.২.১- ডিজিটাল সরকার, ২.২.২- ডিজিটাল নিরাপত্তা, ২.২.৩- সামাজিক সমতা এবং সার্বজনীন প্রবেশাধিকার, ২.২.৪- শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবন, ২.২.৫- দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ২.২.৬- অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি) এই সিস্টেম ব্যবহারের ফলে বাস্তবায়িত হবে।

সরকারের অন্যান্য সেবার সাথে অন্তর্ভুক্তি:

- হজ্ব যাত্রীদের ভ্যারিফিকেশনের জন্য ই-হজ্ব সিস্টেমের সাথে API সংযুক্ত করা হয়েছে। এ ব্যপারে ধর্ম মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মধ্যে একটি সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- সিঙ্গাপুর ভ্যাকসিনেশন সিস্টেমের সাথে API সংযোজন এর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- পাসপোর্ট আথরিটি (এনটিএমসি) এর সাথে API সংযোজন এর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা:

- Vaccine Passport/ Immune Passport/ Health Passport অন্তর্ভুক্ত করার প্রযুক্তিগত প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে যা International Air Transport Association (IATA) এবং World Health Organization (WHO) এর অনুমোদনের ভিত্তিতে পরবর্তীতে সংযোজন করা সম্ভব হবে।
- কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় রূপান্তর থাকার কারণে এটি অতি সহজেই বহির্বিশ্বের অন্যান্য দেশ ব্যবহার করতে পারবে।
- অন্যান্য দেশের আগ্রহের ভিত্তিতে এই সিস্টেমটি ব্যবহারের জন্য প্রদান করা যেতে পারে।
- ইতোমধ্যে UNDP এর অংশীদারী দেশসমূহের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত দেশসমূহ সিস্টেমটি সম্পর্কে তাদের ইতিবাচক মন্তব্য প্রদান করেন এবং এটি ব্যবহারের আগ্রহ প্রকাশ করেন।
- বাংলাদেশের সকল ধরণের টিকা কার্যক্রম (বিশেষ করে ইপিআই এর টিকা কার্যক্রম) এই সিস্টেমের মাধ্যমে সঠিক তথ্য ব্যবস্থাপনাপূর্বক পরিচালনা করা সম্ভব হবে।
- ভবিষ্যতে এই সিস্টেমে বিভিন্ন Frontier Technology ব্যবহারের মাধ্যমে আরও উন্নয়ন করা হবে।

অর্জন

কোভিড ১৯ ভ্যাকসিন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" প্ল্যাটফর্মের জন্য বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক পেয়েছে আইসিটি বিভাগ। জনসেবায় উদ্ভাবন ক্যাটাগরিতে উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ দলগতভাবে এই অর্জন করলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

১৪.২ Central Aid Management System (CAMS)

তৃণমূল পর্যায়ে নির্ভরযোগ্য ডিজিটাল অভিগমন, তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ মানবসম্পদ উন্নয়ন, এবং জনবান্ধব তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরে কর্মরত জেলার ৫জন দক্ষ প্রোগ্রামার বাংলাদেশ সরকারের মানবিক সহায়তা বিতরণের কাজের গতিশীলতা ও নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজিকরণের লক্ষ্যে পেশাগত দায়বদ্ধতা থেকে স্ব-উদ্যোগে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় Central Aid Management System (CAMS) সফটওয়্যার তৈরি করে এবং প্রাথমিকভাবে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় টাঙ্গাইল জেলায় উল্লিখিত সফটওয়্যারটি খাদ্য মন্ত্রনালয়ের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীর চাল বিতরণ ব্যবস্থাপনায় সাফল্যের সাথে ব্যবহার করা হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, এমপি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক তৈরিকৃত Central Aid Management System (CAMS) সফটওয়্যারটির কলেবর বৃদ্ধিপূর্বক সকল মানবিক সহায়তা বিতরণ ব্যবস্থাপনায় ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের “Find technology. Innovate, don’t imitate” উক্তিকে সামনে রেখে বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নির্দেশানুসারে CAMS এর উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

চিত্র ৪৮: "ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার-২০২০" গ্রহণ করছে Central Aid Management System (CAMS) টিমের সদস্যবৃন্দ

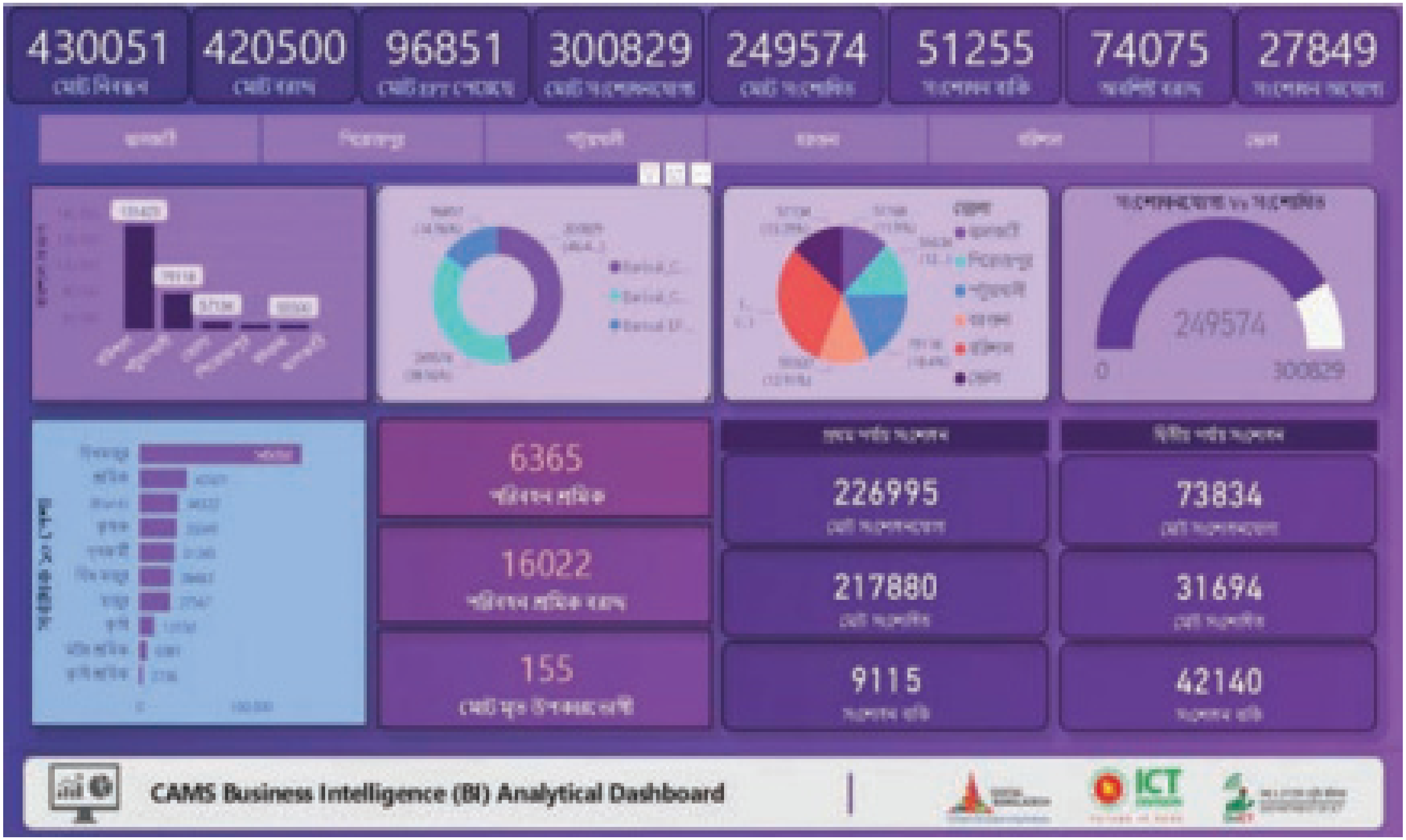
430051
420500
96851
300829
249574
51255
74075
27849
249574
0
300829
6365
16022
155
226995
217880
9115
73834
31694
42140
CAMS Business Intelligence (BI) Analytical Dashboard
ICT

চতুর্থ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উপলক্ষ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় পর্যায়ে সরকারি কারিগরি ক্ষেত্রে "ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার-২০২০" অর্জন করেছে Central Aid Management System (CAMS)

Central Aid Management System (CAMS) সফটওয়্যারটি সকল মানবিক সহায়তা বিতরণ ব্যবস্থাপনায় ব্যবহার উপযোগীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ high performance features সংযুক্ত করা হয়েছে। এর উল্লেখযোগ্য features:

- CAMS মানবিক সহায়তা/সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের জন্য গৃহীত কর্মসূচির আওতায় সকল সুবিধাভোগীদের তথ্যভাণ্ডারসহ একটি সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম।
- পরিচয় (NID তথ্যভাণ্ডার) এর সাথে সংযুক্তির মাধ্যমে সঠিক উপকারভোগী নিবন্ধন নিশ্চিতকরণপূর্বক স্বচ্ছ তালিকা সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।
- প্রকৃত উপকারভোগীর সরাসরি উপস্থিতিতে OTP(One Time Password) প্রেরণের মাধ্যমে CAMS-এ নিবন্ধন সম্পন্ন হবে।
- ৩৩৩ নম্বরে কল করার মাধ্যমে মানবিক সহায়তার কেন্দ্রীয় ডাটাবেজে নিবন্ধন সহায়তা পাওয়া যাবে।
- CAMS সিস্টেমটিতে Secured Socket Layer (SSL) সংযুক্ত এবং Software Quality Testing & Certification Center (SQTC) কর্তৃক নিরাপত্তা পরীক্ষিত।
- CAMS সিস্টেমটিতে বিভিন্ন সেফটিনেটের আওতায় থাকা উপকারভোগীর তালিকার সঙ্গে Cross-Matching এর মাধ্যমে দ্বৈততা পরিহার করার ব্যবস্থা রয়েছে।
- CAMS সিস্টেমের ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/জেলা/উপজেলা হতে মনিটরিং ও প্রয়োজন অনুযায়ী রিপোর্ট প্রস্তুত করার ব্যবস্থা রয়েছে।
- CAMS-এ User Role ভিত্তিক তথ্য হালনাগাদ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- CAMS Mobile Apps -এর মাধ্যমে মানবিক সহায়তা বিতরণে দ্রুততা, স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ফেসিয়াল রিকগনিশন, OTP(One Time Password) ও জাতীয় পরিচয়পত্র/QR কার্ডের মাধ্যমে মানবিক সহায়তা বিতরণের ব্যবস্থা রয়েছে।
- CAMS সিস্টেম হতে সময়ে সময়ে মানবিক সহায়তা বিতরণের তথ্য, বিতরণের স্থান ও সময় সম্পর্কে উপকারভোগীকে মুঠো বার্তা প্রেরণের মাধ্যমে অবহিত করার ব্যবস্থা রয়েছে।
- CAMS সিস্টেমটি 4 Tier Data Center (4TDC) -এ মাল্টিপল ডাটাবেজ সার্ভার ও অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার এবং লোড ব্যালেন্সার এর মাধ্যমে Scalable থাকায় নিরবিচ্ছিন্ন সেবা প্রদান সম্ভব।

CAMS এর মাধ্যমে মুজিববর্ষে করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ ৫০ লক্ষ পরিবারের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মোবাইল ব্যাংকিং পরিসেবার মাধ্যমে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়।

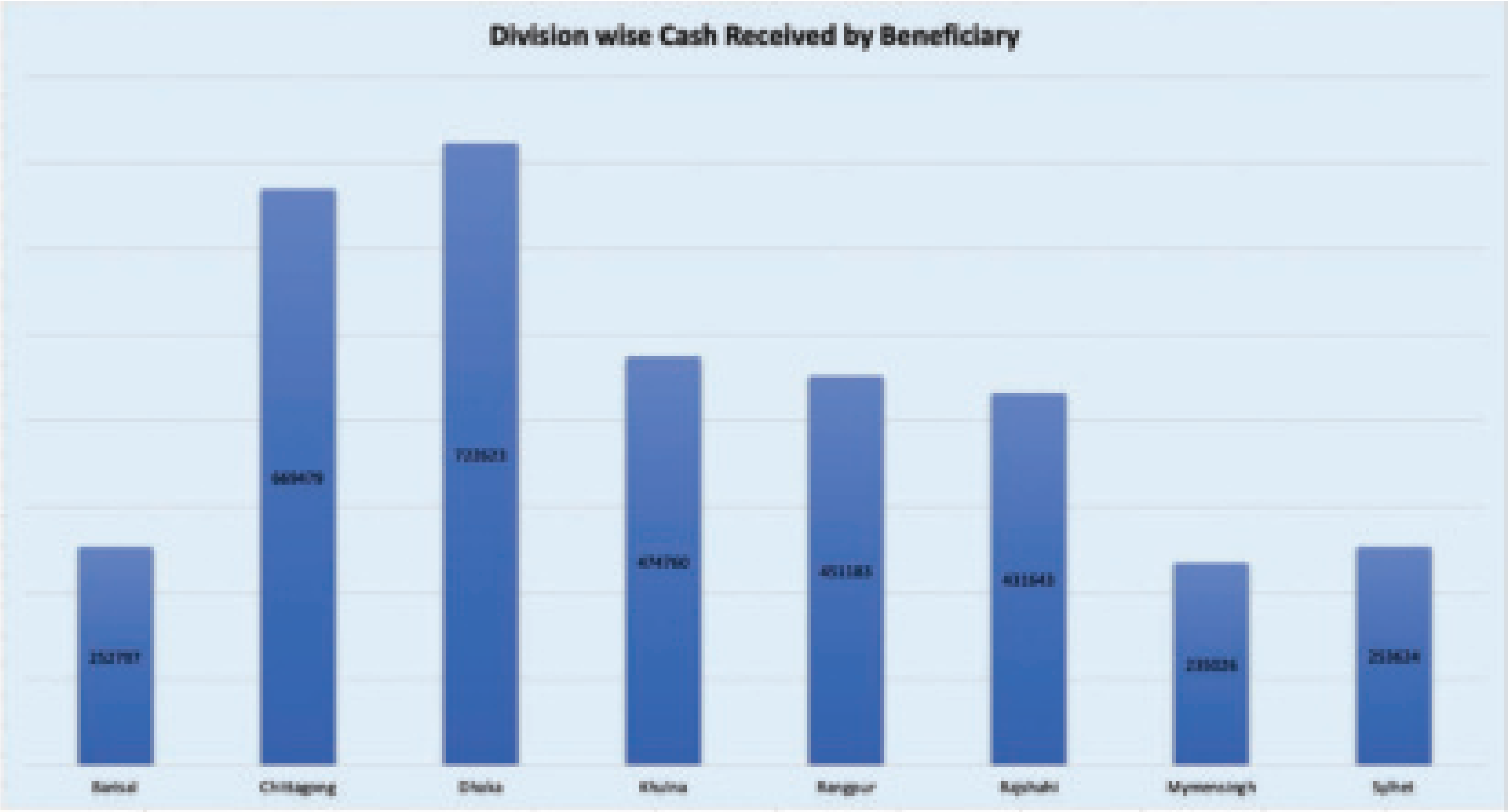

মুজিববর্ষে করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ ৫০ লক্ষ পরিবারের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মোবাইল ব্যাংকিং পরিসেবার মাধ্যমে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কর্মসূচীর অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগের বিভিন্ন সময়ের নির্দেশনার মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সারা দেশ থেকে Central Aid Management System (CAMS)-এর মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের কারিগরি সহায়তায় উপকারভোগীর তথ্য সংগ্রহ করে। পরবর্তীতে উক্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করে যোগ্য বিবেচনায় মোবাইল ব্যাংকিং পরিসেবার মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৩৫ লক্ষ পরিবারের মাঝে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই মানবিক সহায়তা বিতরণ কার্যক্রম সফলতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর প্রশংসিত হয় এবং এ ক্ষেত্রে নগদ অর্থ প্রেরণে ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করায় বাংলাদেশ সরকারের ৩৫৬ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। (সূত্র – Daily Star, ১২ অক্টোবর ২০২০ খ্রীঃ)

ঈদ উপহার
শেখ হাসিনা
অনিয়ম রোধে

Central Aid Management System (CAMS)
ICT

১৪.৩ ইনোভেশন

“ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা” এবং “বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি” এর শতভাগ অর্জনের অংশ হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর বিভিন্ন অর্থবছরে সেবা সহজিকরণ, সেবা ডিজিটাইজকরণ এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০২০-২০২১ এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরে “ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা” বাস্তবায়নে আইসিটি বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর সংস্থার মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর পর পর দুইবার প্রথম স্থান অর্জন করে।

১৪.৪ Wifi 6

প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে প্রযুক্তি বিশ্ব। চমকে দিচ্ছে নতুন নতুন উদ্ভাবন। ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের অপর নাম গতি। ওয়্যারলেস সংযোগের দুনিয়ায় সবচেয়ে হালনাগাদ প্রযুক্তি হলো 'ওয়াই-ফাই সিক্স'. ইন্টারনেটের জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসছে ওয়াই-ফাই সিক্স। ওয়াই-ফাই ফাইভ এর তুলনায় ওয়াই-ফাই সিক্সে গতি বাড়বে প্রায় তিনগুণ। একই সঙ্গে একাধিক ব্যবহারকারীকে উচ্চ গতির ইন্টারনেট সেবা নিরবচ্ছিন্নভাবে দিতে পারবে ওয়াই-ফাই সিক্স। এতে যুক্ত হয়েছে হালনাগাদ নিরাপত্তা প্রযুক্তি। সারা বিশ্বেই এখন মোবাইল গ্যাজেট, ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি) ডিভাইস ও ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযুক্ত যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ছে।

বর্তমান ওয়াই-ফাই ফাইভে সর্বোচ্চ গতি হচ্ছে ৩ দশমিক ৫ জিবিপিএস (গিগাবিটস পার সেকেন্ড)। ওয়াই-ফাই সিক্সে এটি হবে প্রায় ৯ দশমিক ৬ জিবিপিএস। সাধারণত একটি ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কে যখন একাধিক ডিভাইস যুক্ত হয়, তখন ইন্টারনেটের গতি কমে যায়। কিন্তু ওয়াই-ফাই সিক্সে তা হবে না। বরং একাধিক ব্যবহারকারীকে একই মানের ইন্টারনেট সেবা ও তথ্যের প্রবাহ নিশ্চিত করবে এই নতুন প্রযুক্তি। বর্তমানের তুলনায় তথ্য আদান-প্রদানের গতি বেড়ে যাবে প্রায় চার গুণ। ওয়াই-ফাই সিক্সে 'ডব্লিউপিএথ্রি' বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ফলে ব্যবহারকারীরা তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে এনক্রিপশন সুবিধা কাজে লাগাতে পারবেন। এছাড়া হ্যাকারদের কাজে বাধা সৃষ্টি করবে 'ডব্লিউপিএথ্রি'। ২০২১-২২ অর্থবছরে ওয়াই-ফাই সিক্স কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং চলতি জুন মাসের মধ্যে ওয়াই-ফাই সিক্সের কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বির্নিমানে 'ওয়াই-ফাই সিক্স' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

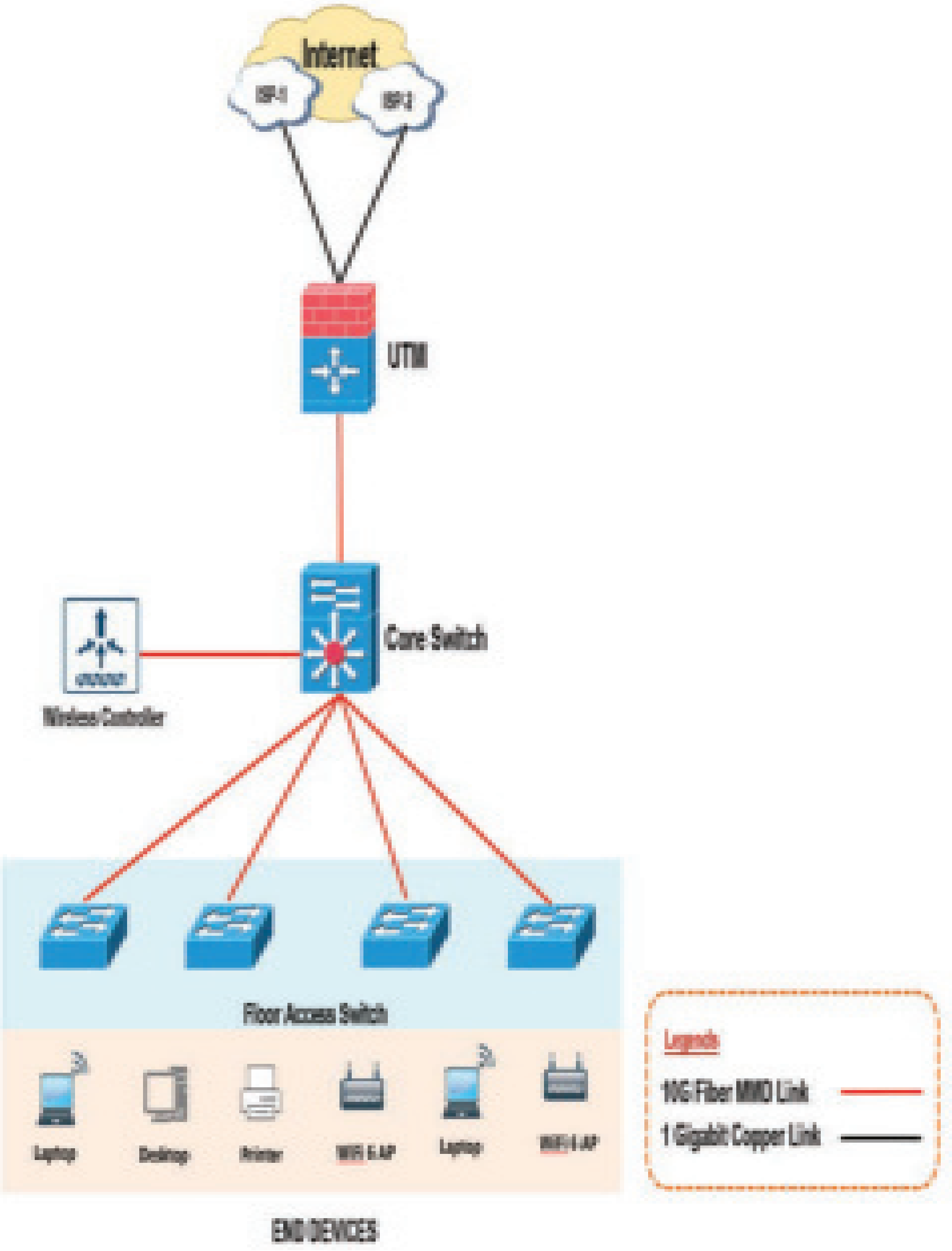

১৪.৫ ট্রেনিং ডাটাবেজ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদানকৃত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের হালনাগাদকৃত তথ্য

তারিখঃ ৩০ জুন ২০২২

ক্রমিক নং	ট্রেনিং এর নাম	প্রশিক্ষণ সময়কাল (দিন)	প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষনার্থী	ব্যাচ সংখ্যা (লক্ষ্যমাত্রা	ব্যাচ সংখ্যা (সম্পাদিত	মোট প্রশিক্ষনার্থী
১।	আইসিটি বিভাগ ও আইসিটি অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে অনলাইনে (ভার্চয়াল প্লাটফর্মে) ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত	২	৩০		৪	১২০
২।	আইসিটি অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য সেবা প্রদান সংক্রান্ত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ	১	৩০		১	৩০
৩।	আইসিটি অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ‘সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন’বিষয়ক ০১ (এক) দিনব্যাপী অনলাইন (জুম প্লাটফর্ম) প্রশিক্ষণ	১	৬৩		১	৬৩
৪।	সেবা প্রদান সংক্রান্ত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১	৩০		১	৩০
৬।	“Cyber Awareness & Defense” বিষয়ক ৩ দিনব্যাপী অনলাইন প্রশিক্ষণ	৩	২৫		১০	২৫০
৯।	“বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি এর মিটিং ম্যানেজমেন্ট মডিউল”	২	২০		২	৪০
১০।	“বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি এর ইনভেনটরী মডিউল”	২	২০		২	৪০
১১।	“অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং (GRS) সফটওয়্যার ” সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ	১	৩০		১	৩০

ক্রমিক নং	ট্রেনিং এর নাম	প্রশিক্ষণ সময়কাল (দিন)	প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষনার্থী	ব্যাচ সংখ্যা (লক্ষ্যমাত্রা	ব্যাচ সংখ্যা (সম্পাদিত	মোট প্রশিক্ষনার্থী
১২।	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক	২	৬৪		১	৬৪
১৩।	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২	৫০		১	৫০
১৪।	"Public Procurement Rules, Financial Management & Audit বিষয়ক প্রশিক্ষণ"	৩	৩০		১০	৩০০
১৫।	অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	৬০	৩০		৬	১৮০
সর্বমোট						**১৬৭৭**

মাঠ পর্যায়ঃ

ক্রমিক নং	ট্রেনিং এর নাম	প্রশিক্ষণ সময়কাল (দিন)	প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষনার্থী	ব্যাচ সংখ্যা (লক্ষ্যমাত্রা	ব্যাচ সংখ্যা (সম্পাদিত	মোট প্রশিক্ষনার্থী
১।	ডি-নথি	৩	২৫		৬৯০	১৭,২৫০
সর্বমোট						**১৭,২৫০**

DIGITAL BANGLADESH
Skilled. Equipped. DigitalReady.

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

DoICT
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

যোগাযোগ ও মতামতঃ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
ই-১৪/এক্স, আইসিটি টাওয়ার,
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

+88-02-41024070

info@doict.gov.bd

www.doict.gov.bd

http://doict.gov.bd/forms/form/feedback

https://www.facebook.com/Department.of.ICT